ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
*দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন*

# ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

# নির্বাচনী হলফনামার চিত্র: জনগনের জন্য বার্তা কী?


**তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন**

মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
রিফাত রহমান
কে. এম. রফিকুল আলম
জাফর সাদিক

## ভূমিকা

নির্বাচন গণতন্ত্রের মূল চাবিকাঠি। গণতান্ত্রিক যে কোনো সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে নির্বাচনকে অভিহিত করা হয়েছে।[১] কোনো দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই হলো নির্বাচন। এর মাধ্যমে একটি বড় জনগোষ্ঠী সরাসরি তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাছাইয়ের জন্য সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রেও যার স্বীকৃতি আছে।[২] তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদহারণ রয়েছে– যেমন, স্বৈরতান্ত্রিক অনেক সরকার নিজেদের বৈধতা দেখানোর জন্য নির্বাচন আয়োজন করে। তবে এমন নির্বাচন এইক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে না। বরং প্রতিনিধিত্বশীল ও ক্রিয়াশীল সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণের নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যম রাষ্ট্রের সকল স্তরে জনসাধারণের প্রতিনিধি বাছাই এর মূল উপজীব্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে (অনুচ্ছেদ ১১- গণতন্ত্র ও মানবাধিকার) প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।[৩] একইসঙ্গে, প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন অনুযায়ী তিন শত সংসদ সদস্যকে নির্বাচিত করার বিধান রাখা হয়েছে।[৪]

সংবিধানে সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।[৫] যেই মানদণ্ড গণপ্রতিধিত্ব অধ্যাদেশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী সকল প্রার্থীর এ সকল যোগ্যতা ও অযোগ্যতাসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনার জন্য নির্বাচনী হলফনামায় দেওয়া তথ্য একটি প্রাথমিক দলিল। যার ভিত্তিতে জনগণ যেমন তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তেমনি প্রার্থীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতেও হলফনামার এই তথ্য কার্যকর হতে পারে।

২০০৫ সাল পর্যন্ত হলফনামার মাধ্যমে প্রার্থীদের সর্ম্পকে ভোটারদের তথ্য জানার বা জানানোর বিষয়টি খুব একটা সহজ ছিলো না। তবে সে বছর আব্দুল মোমেন চৌধুরী বনাম নির্বাচন কমিশন মামলায় সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একটি যুগান্তকারী রায় দেয়। যাতে মনোনয়নপত্র জমাদানের সময়ই প্রত্যেক প্রার্থীকে হলফনামার আকারে আটটি ব্যক্তিগত তথ্য ঘোষণা বাধ্যতামূলক করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ এর দফায় সংশোধনী[৬] এনে (৩খ) অনুসারে মোট নয়টি তথ্য জমা দেবার বিধান করা হয়। হলফনামায় দেওয়া এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা ও আয়ের উৎস, মামলার বিবরণী, প্রার্থীর নিজের ও তার নির্ভরশীলদের আয়-ব্যয়, আয়কর বিবরণী, সম্পদ এবং দায় দেনা।[৭] ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত নতুন নির্বাচন কমিশন ২০২৫ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ পুনরায় সংশোধন করে সেখানে আরো কিছু পরিবর্তন সংযুক্ত করেন। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রার্থীর নিজের এবং তার নির্ভরশীলদের আয়-ব্যয় হিসাব জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে শব্দদ্বয় যুক্ত করা। একইসঙ্গে হলফনামায় দেখানো সম্পদের অর্জনকালীন মূল্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিতে বর্তমান বাজারমূল্য ঘোষণার বিধানও যোগ করার হয়েছে।

২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনের পর থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করলেও এটিকে কেন্দ্র করে জনপ্রতিনিধিদের অস্বাভাবিক আয় ও সম্পদ অর্জনের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। আবার এ সকল তথ্য সাধারণ মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার কাজও খুব দৃশ্যমান ছিলো না। এমন বাস্তবতায় ২০২৩ সালে টিআইবি প্রথমবারের মতো হলফনামার প্রকাশিত সকল উন্মুক্ত তথ্যকে একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহি ও সুশাসনের দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ কাঠামোতে ফেলে সবার জন্য ব্যবহারযোগ্য একটি ড্যাশবোর্ড উন্নয়ন করে এবং তার ভিত্তিতে সর্বসাধারণের কাছে বিশ্লেষণের ফলাফল তুলে ধরে। এর মধ্য দিয়ে বড় পরিসরে হলফনামার সকল তথ্য আরো বিশ্লেষণযোগ্যভাবে সহজলভ্য করার মাধ্যমে প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ অংশীজন কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনসমূহকেও এই ড্যাশবোর্ডের আওতায় এনে বিশ্লেষণ করা হয়। আর এবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আরো পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিতভাবে এই তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হলফনামায় দেয়া তথ্যসমূহের সঠিকতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করতে, বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডার- বিশেষ করে আলেপ, ওপেন করপোরেটস, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ল্যান্ড ও কোম্পানি নিবন্ধন তথ্যভান্ডার এর তথ্য ক্রস চেক করা হয়েছে।

---

[১] ROBBINS, J. S. (1997). INTRODUCTION: DEMOCRACY AND ELECTIONS. The Fletcher Forum of World Affairs, 21(1), 1–13. http://www.jstor.org/stable/45288975

[২] Article-21 of Universal Declaration of Human Rights, https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english

[৩] [illegible]; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-29363.html

[৪] [illegible]; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-30052.html

[৫] [illegible]; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-30053.html

[৬] Clauses(3a) and (3b) were inserted by section 6(c) of representation of the People order (Amendment) Act,2009 (Act.NO.XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008)

[৭] The Representation of the People Order, 1972 (President's Order); http://bdlaws.minlaw.gov.bd/upload/act/2023-11-12-11-06-03-50860_39704.pdf

**হলফনামা: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যম**

নির্বাচনী হলফনামার তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সর্ম্পকে ভোটারদের সচেতন করা এবং প্রার্থী বাছাইয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে। হলফনামায় প্রদত্ত আয় ও সম্পদের ঘোষণার তথ্য পর্যাপ্ত কি-না বা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না এবং এর মাধ্যমে প্রার্থীর বৈধ আয়ের সঙ্গে তার আয় বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ বা অর্থের বিকাশ ঘটেছে কি-না, তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশন তা নিয়মিত বিরতিতে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল মনে করে, জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত আয়, সম্পদ ও ব্যবসা-স্বার্থ ঘোষণা মূলত দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করে।[৮] এক– জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক কার্যকলাপের ওপর নজরদারি বাড়ানোর মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করা এবং দুই– সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বার্থের দ্বন্দ কমিয়ে আনার মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে আনা।[৯] কারণ দুর্নীতির বিস্তার জনগনকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সর্ম্পকে আস্থা ও বিশ্বাসকে নষ্ট করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে দূর্বল করে ফেলে।[১০]

বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিরা ক্ষমতায় আসীন হলে রাজনীতিকে নিজের সম্পদ বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা ও চর্চার ধারণা বিদ্যমান ছিলো। বিচ্ছিন্নভাবে এর কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলেও, সার্বিকভাবে এর বিস্তৃতি কতটা গভীর ছিলো তার সুস্পষ্ট গবেষণা বা বিশ্লেষণের ঘাটতি ছিলো। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্যদের হলফনামা বিশ্লেষণের মাধ্যমে টিআইবি এর একটি প্রমাণভিত্তিক খতিয়ান প্রকাশ করে। সেখানে সর্বশেষ চার নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নির্বাচিত হওয়া এমপি-মন্ত্রীদের আয় ও সম্পদ অবিশ্বাস্যভাবে বিপুল পরিমাণে বেড়েছে।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১২৭ জনেরই আয় আগের পাঁচ বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এরমধ্যে ৯৬ জন সংসদ সদস্যের আয় বেড়েছে ৫০ শতাংশের বেশি। আয় বৃদ্ধির হার বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, দশম সংসদ নির্বাচন থেকে একাদশ সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত পাঁচ বছরে আয় বৃদ্ধি পাওয়া শীর্ষ দশ সংসদ সদস্যের প্রত্যেকের আয় বেড়েছে ১৬০০ শতাংশের বেশি। আবার দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পর দেখা যায় যে, একাদশ ও দ্বাদশ উভয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্যদের মধ্যে আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ দশে যারা ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের আয় সাড়ে আটশ থেকে সাড়ে তিন হাজার শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এমনকি শুধু সংসদ সদস্যই নয়, বরং তাদের স্বামী, স্ত্রী বা নির্ভরশীলদের আয়ও একাদশ নির্বাচনকালীন সময়ের তুলনায় পাঁচশ শতাংশ থেকে দুই হাজার একশ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই তথ্য বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের নিজের ও পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষমতার ব্যবহার যাতে প্রশ্নাতীত বা প্রশ্নহীন না হয়, সেটি নিশ্চিতে হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ অত্যন্ত কার্যকর একটি মাধ্যম, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (সংশোধিত ২০০৮, ২০১৩, ২০২৫)-এ হলফনামায় নির্ধারিত ৯টি তথ্য প্রদানের বিধান যুক্ত হওয়ার পর, সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের জবাবদিহির ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। বিশেষ করে, ২০২৩ সালে টিআইবি অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ নির্বাচনের হলফনামার তথ্য ডিজিটাইজড করে তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের সম্পদ, দায়-দেনা ও মামলাসহ নানা বিষয় উপস্থাপনের পর দেখা যায় যে, প্রার্থী ও নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অনেকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে বর্ণিত নির্বাচনের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার মাপকাঠিতে অযোগ্য হয়েছেন। কিন্তু নানা আইনি ফাঁক এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় নির্বাচনের আগে ও পরে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় নি নির্বাচন কমিশন। যেখানে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে হলফনামায় মিথ্যা কিংবা ইচ্ছাকৃত ভুল তথ্য প্রদান করলে, যে কোনো প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য কিংবা নির্বাচিত হলেও তার সংসদ সদস্য পদ বা প্রার্থীতা বাতিলের মতো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ছিলো, তার প্রয়োগ দেখা যায় নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে  এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যোগ্যতার মানদণ্ডে বলা হয়েছে, যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিক ২৫ বছর বয়স হলেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন– যদি না তিনি কোনো উপযুক্ত আদালত তাকে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা করে, দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর অব্যাহতি না পেয়ে থাকেন, বিদেশী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন, কিংবা নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কমপক্ষে দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয় অথবা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, সরকারি চাকুরিজীবি বা সরকারি চাকুরি থেকে অবসরের পর তিন বছর অতিবাহিত না হলে, ঋণখেলাপী হলে, কোনো আদালতকর্তৃক ফেরারি

[8] RECOMMENDATIONS ON ASSET AND INTEREST DECLARATIONS FOR OGP ACTION PLANS published by TI (2020); https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/07/Recommendations-on-Asset-and-Interest-Declaration-for-OGP-Action-Plans.pdf

[9] Ibid.

[10] A comparative analysis of financial disclosure obligations on members of parliaments by EPRS (2023); https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/747911/EPRS_STU(2023)747911_EN.pdf

বা পলাতক আসামী হিসেবে ঘোষিত হলে (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ- ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ এর সংশোধনী-১৯৯৬ ও ২০২৫[১১]), ঘুষ-দুর্নীতিসহ (সংশোধনী ২০০১) ৭৪, ৭৮,৭৯ থেকে ৮২, ৮৪ এবং ৮৬ এর অধীন করা অপরাধে কেউ অভিযুক্ত হয়ে দুই বছর সাজা খাটেন এবং তারপর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয়।[১২] এছাড়া প্রার্থী অবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের দেওয়া তথ্য পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হলে সংসদ সদস্য পদ বাতিল হবার বিধান রয়েছে।[১৩]

২০২৩ সালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ করে, টিআইবির দেওয়া সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২০২৫ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে প্রার্থী নিজে ও তার স্ত্রী, স্বামী কিংবা নির্ভরশীলদের সকল সম্পদের বিবরণী প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে করে, হলফনামায় যে কোনো প্রার্থীর সকল ধরণের তথ্য প্রদানের যে বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে এবং যদি কেউ দেশে ও বিদেশে থাকা সকল সম্পদের বিবরণী উল্লেখ না করে তাহলে পরবর্তীতে সেটি প্রকাশ পেলে তাকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণার যে ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে, সেটি প্রার্থীদের আরো বেশি জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ২০২৩ সালের ধারাবাহিকতায় এবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের  বৈধ প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে টিআইবি হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি শীর্ষক এই বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এবার হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ অন্যান্য নানা নির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বশীল সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছে যে, কিভাবে এক বা একাধিক প্রার্থী বিদেশে নাগরিকত্ব থাকার বিষয়টি গোপন করেছেন। তাদের দেশের বাইরে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থাকার নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণভিত্তিক তথ্য-উপাত্তসাপেক্ষে টিআইবি বিষয়টি যাচাই করেছে।

**উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি**

২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীর হলফনামায় প্রদর্শিত আটটি তথ্য সন্নিবেশ করে 'হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি' শীর্ষক একটি ইন্টার অ্যাকটিভ ড্যাশবোর্ড তৈরি করে টিআইবি। ড্যাশবোর্ড প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া সকল প্রার্থীর হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট[১৪] থেকে পিডিএফ আকারে সংগ্রহ করা হয়।

সংগৃহীত প্রায় ২৪০০ পিডিএফ হলফনামার যাবতীয় তথ্য KoboToolbox[১৫] দিয়ে তৈরি ডেটা ফরম-এর মাধ্যমে একদল প্রশিক্ষিত ডেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাইজড করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। একইভাবে পরবর্তীতে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের দুই হাজারের বেশি হলফনামার তথ্য ডিজিটাইজড করা হয়। পরবর্তীতে 'হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি' ইন্টারঅ্যাক্টিভ ড্যাশবোর্ডে থাকা নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের সামগ্রিক তথ্যের সাথে বিশ্লেষণ কাঠামো অনুযায়ী তুলনা করা হয়।

ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাইথন ও পাওয়ার কোয়েরি এবং ডেটা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনায় পাওয়ার বিআই ও ড্যাক্সের ব্যবহার করা হয়। ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনসহ বাংলাদেশের সর্বশেষ পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় আট হাজার হলফনামায় দেওয়া আটটি তথ্যের বহুমাত্রিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি' ড্যাশবোর্ডটি প্রস্তুত করা হয়।

**চিত্র ১- উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি**

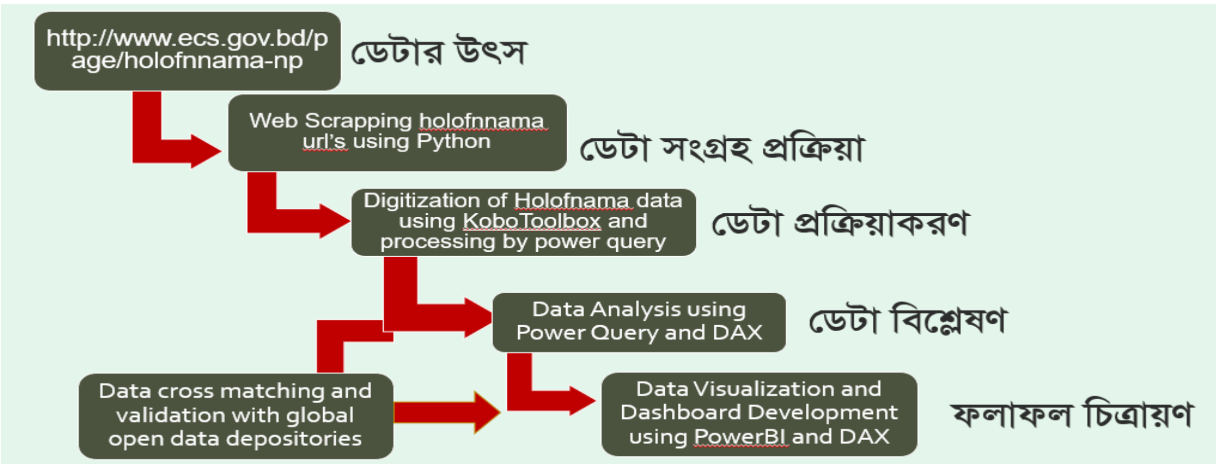


[১১] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/59360_10175.pdf
[১২] Mahmudul Islam, Constitutional Law of Bangladesh, (Second Edition) 2006
[১৩] World Bank. 2008e. "Public Accountability Mechanism Bangladesh." http://www.agidata.org/pam/QuickLinksByAbc.aspx
[১৪] http://www.ecs.gov.bd/page/holofnnama-np
[১৫] https://www.kobotoolbox.org/

# হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল

## ১. দল ও প্রার্থী সংখ্যা

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত সর্বশেষ বৈধ প্রার্থীদের নির্বাচনী হলফনামায় সংখ্যাগত বিশ্লেষণ বলছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগসহ বেশ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও ৫১টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে। যেখানে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্য ১৯৮১ জন। যা সর্বশেষ পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও মোট ১৫৬৭ জন প্রার্থী। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হওয়া একাদশ নির্বাচনেও সমান সংখ্যক দল অংশগ্রহণ করলেও প্রার্থী সংখ্যা বেড়ে হয় ১৮৬১ জন। আর ২০২৪ সালে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ৩১টি রাজনৈতিক দলের ১৮৯৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে। এই চার নির্বাচনে সবচেয়ে কম ১২টি দল অংশগ্রহণ করে ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, ১৪৭ আসনে প্রার্থী সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩৯০ জন। ৩০০ সংসদীয় আসনের বাকি ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন প্রার্থীরা।

**চিত্র-২: নির্বাচনভিত্তিক দল ও প্রার্থী সংখ্যা**

| নির্বাচন | দলের সংখ্যা | প্রার্থী সংখ্যা |
|---|---|---|
| **নবম নির্বাচন (২০০৮ সাল)** | ৩৮ | ১৫৬৭ |
| **দশম নির্বাচন (২০১৪ সাল)** | ১২ | ৩৯০ (১৪৭)* |
| **একাদশ নির্বাচন (২০১৮ সাল)** | ৩৮ | ১৮৬১ |
| **দ্বাদশ নির্বাচন (২০২৪ সাল)** | ২৯ | ১৯৭৯ |
| **ত্রয়োদশ নির্বাচন (২০২৬ সাল)** | ৫১ | ১৯৮১ |

**(* ১৫৩ টি আসনে কোনো ভোটাভুটি হয়নি)**

## ২. দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর হার:

২০২৬ সালের সংসদ নির্বাচনে মোট প্রার্থীর ১৩ শতাংশ তথা ২৪৯ জন স্বতন্ত্র বা দলীয় পরিচয়ের বাইরে থেকে নির্বাচন করেছেন, যা ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় প্রায় দশ শতাংশ কম। ২০২৪ সালের নির্বাচনে মোট প্রার্থীর ২২.৫৪ শতাংশ অর্থাৎ ৪৪৬ জন প্রার্থী স্বতন্ত্র বা দলীয় পরিচয়ের বাইরে থেকে নির্বাচন করেছিলো, যা ২০০৮ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পাঁচ নির্বাচনের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ১৪০, ১০৫, ১৩৪ জন।

**চিত্র-৩: ত্রয়োদশ নির্বাচনে মোট প্রার্থী, স্বতন্ত্র ও দলীয় প্রার্থীর হার এবং নির্বাচনভিত্তিক মোট প্রার্থীর সংখ্যা**

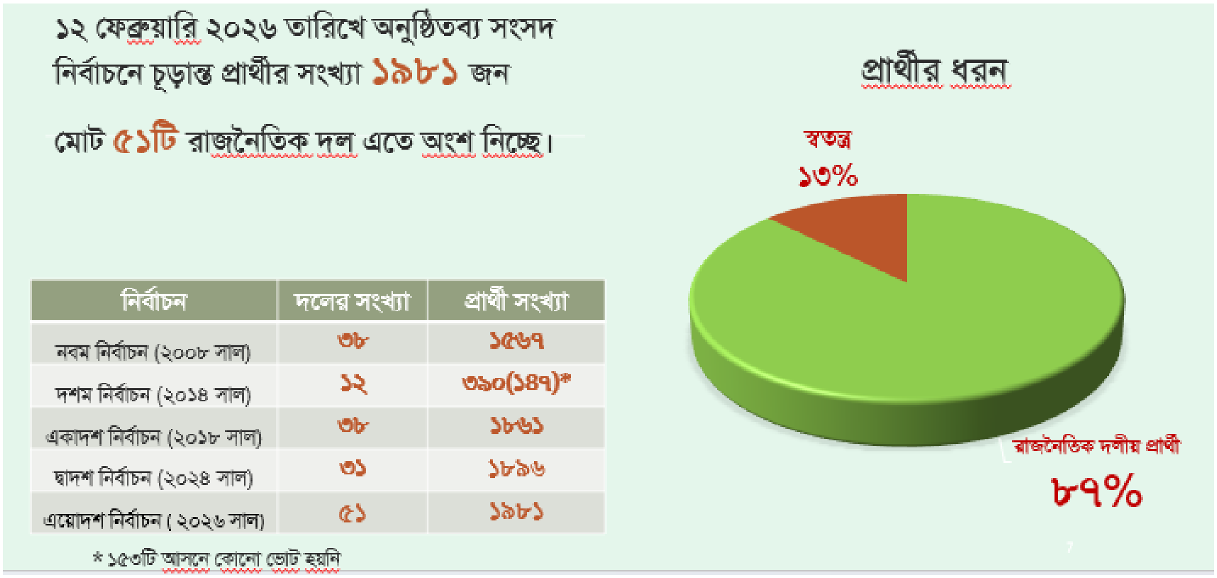

### ৩. দলগত মনোনয়ন:

প্রার্থী সংখ্যা আগের চার নির্বাচনের চেয়ে বেশি হলেও, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দলগতভাবে কোনো দলই শতভাগ আসনে (৩০০) প্রার্থী দেয়নি। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিএনপি সর্বোচ্চ ২৮৮, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন ২৫৩, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২২৪, জাতীয় পার্টি ১৯২, গণঅধিকার পরিষদ ৯০, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ৬৫, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ ৪২ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ৩৯, বাংলাদেশ খেলাফ মজলিস ৩৪, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) ৩২ আর আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৩০ টি জাতীয় পার্টি থেকে ২৬৫টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে। এবারও স্বতন্ত্র পার্থীর সংখ্যা মোট সংখ্যা হিসেবে তৃতীয় অবস্থানে আছে, যারা কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচন করছেন না। (চিত্র-৪)

**চিত্র-৪: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থী**

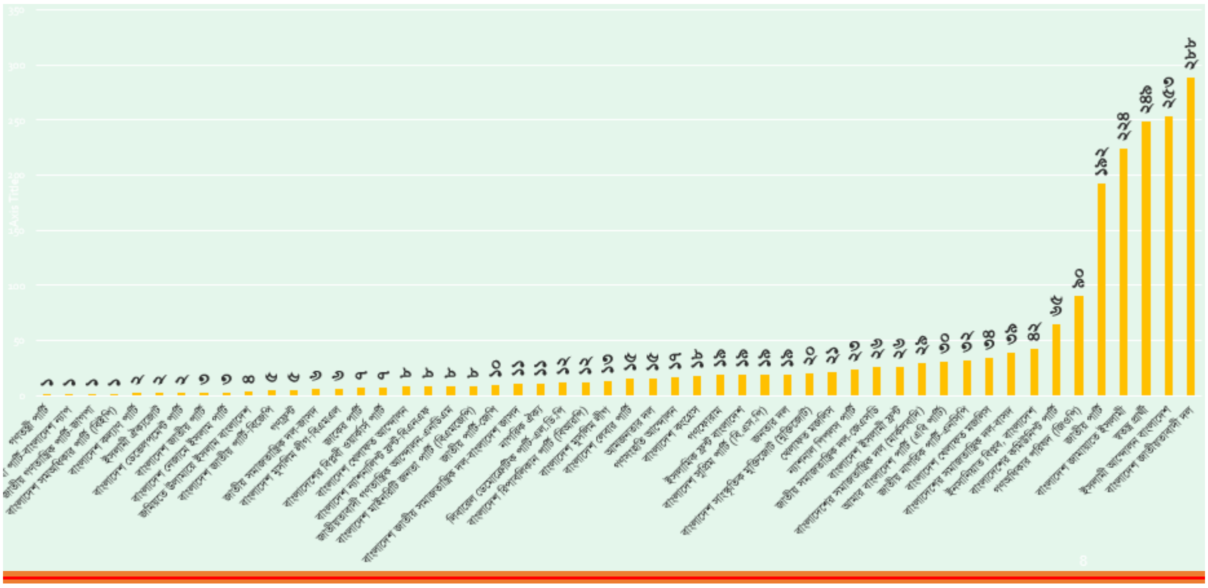

### ৪. ইসলামী ও অন্যান্য দল এবং নারী প্রার্থীর সংখ্যা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হলো ইসলামী দলের প্রার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি। সর্বশেষ পাঁচটি নির্বাচনের তুলনায় এবার ইসলামী দলের প্রার্থী সংখ্যা সর্বোচ্চ। এবার মোট প্রার্থীর ৩৬.৩৫ শতাংশ প্রার্থী ইসলামী দলের আর অন্যান্য দলের প্রার্থী। এর আগে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী দলের প্রার্থী ছিলো মোট প্রার্থীর ২৯.৬৬ শতাংশ, নবম সংসদ নির্বাচনে ছিলো ২২.১১ শতাংশ, দ্বাদশ নির্বাচনে ৯.৫০ শতাংশ এবং সবচেয়ে কম ছিলো দশম সংসদ নির্বাচনে ১.১০ শতাংশ। (চিত্র-৫)

**চিত্র- ৫ নির্বাচন-ভিত্তিক ইসলামী ও অন্যান্য দলীয় প্রার্থী**

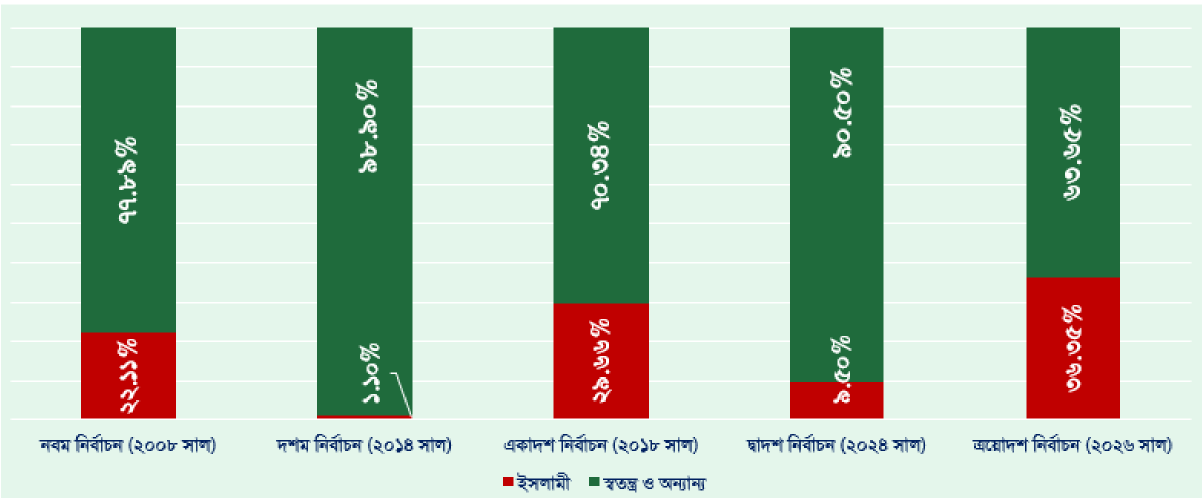


ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রার্থী অংশ নিলেও, সরাসরি ভোটে নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার এবারও হতাশাজনকভাবে কম, এমনকি তা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের চেয়েও এক শতাংশের বেশি কমে গেছে। এই নির্বাচনেও জুলাই সনদে

প্রস্তাবিত পাঁচ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষমাত্রা কোনো দলই পূরণ করে নি। এবার মোট বৈধ প্রার্থীর ৪.০২ শতাংশ নারী এবং ৯৫.৯৮ শতাংশ প্রার্থী পুরুষ। (চিত্র- ৬)

**চিত্র-৬: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষ প্রার্থী**

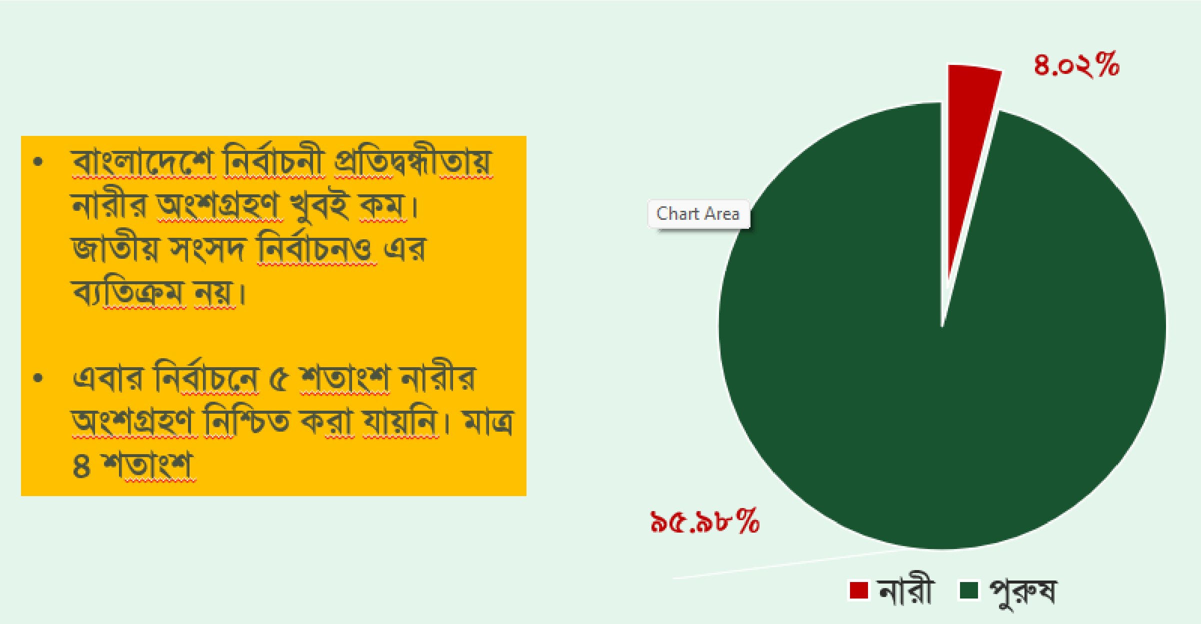


সংখ্যার বিচারে সর্বশেষ পাঁচটি নির্বাচনের মধ্যে দশম সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে ৫.৮৯ শতাংশ, এরপর দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ৫.১৫ শতাংশ, একাদশ নির্বাচনে ৪.০৭ শতাংশ এবং নবম সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে কম ৩.১৩ শতাংশ নারী প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। (চিত্র-৭)।

**চিত্র-৭: নির্বাচনভিত্তিক নারী ও পুরুষ প্রার্থীর তুলনা**

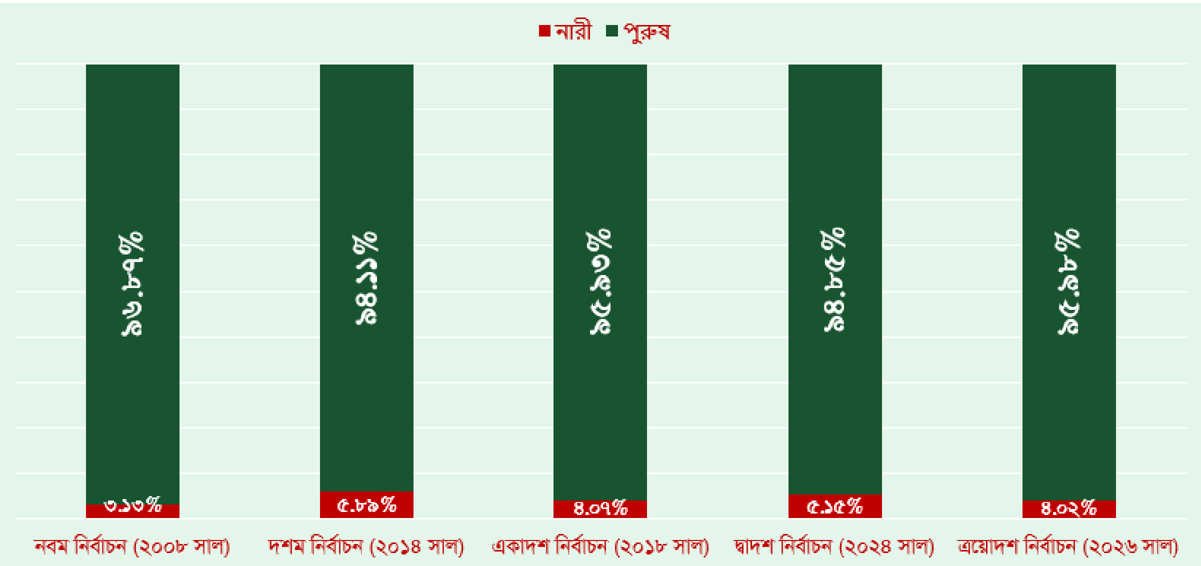


অন্যদিকে নির্বাচনী ঐক্য বা জোটভিত্তিক দলীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রেও নারী প্রার্থীর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য, যা সরাসরি ভোটে নারী প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৃহৎ দলগুলোর অনীহা বা অনিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। (চিত্র- ৮)

**চিত্র-৮: নির্বাচনী ঐক্য বা জোটভিত্তিক দলীয় নারী প্রার্থী**

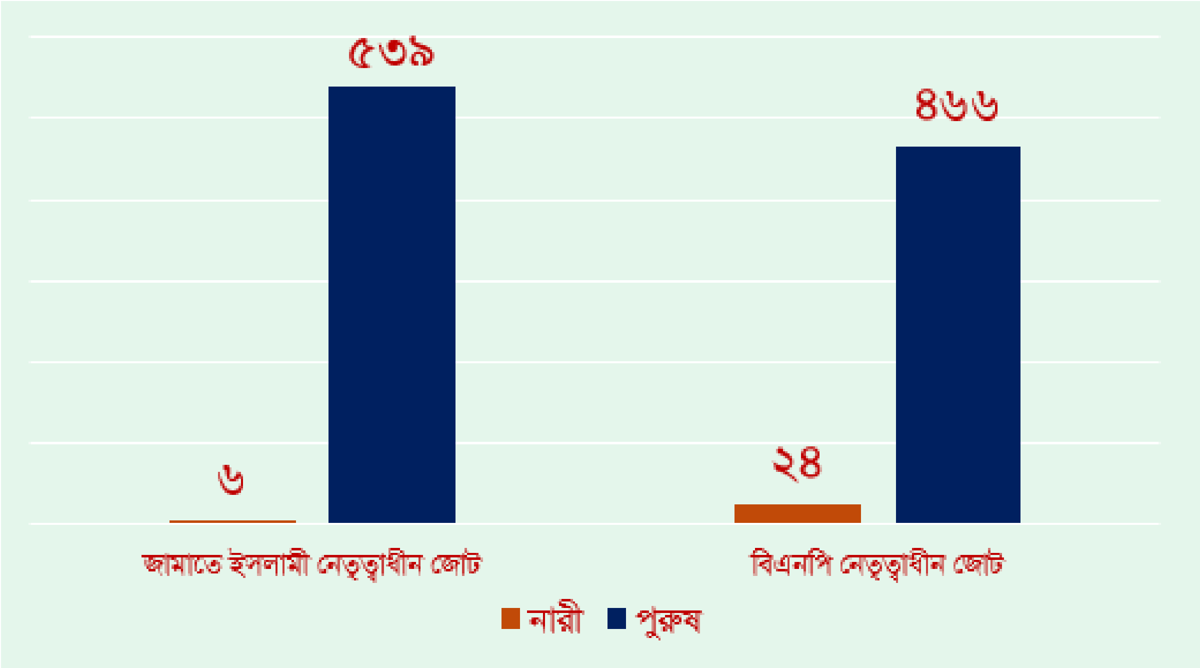


### ৫. প্রার্থীদের বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ

এবারের নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় বয়স ৫১.৮, যা সর্বশেষ পাঁচটি নির্বাচনের তুলনায় সবচেয়ে কম। বিগত প্রতিটি নির্বাচনেই প্রার্থীদের গড় বয়স ধারাবাহিকভাবে কমে আসছে। নবম নির্বাচনে প্রার্থীদের গড় বয়স ছিলো ৭২.০১, দশম নির্বাচনে ৬৬.৫২, একাদশ নির্বাচনে ৬৩.৩৬ এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যা ছিলো ৫৬.৫১। অর্থাৎ, রাজনৈতিক দলগুলো তুলনামূলকভাবে তরুণদের বেশি প্রার্থী করছে। (চিত্র- ৯)

**চিত্র-৯: নির্বাচন-ভিত্তিক প্রার্থীদের গড় বয়স**

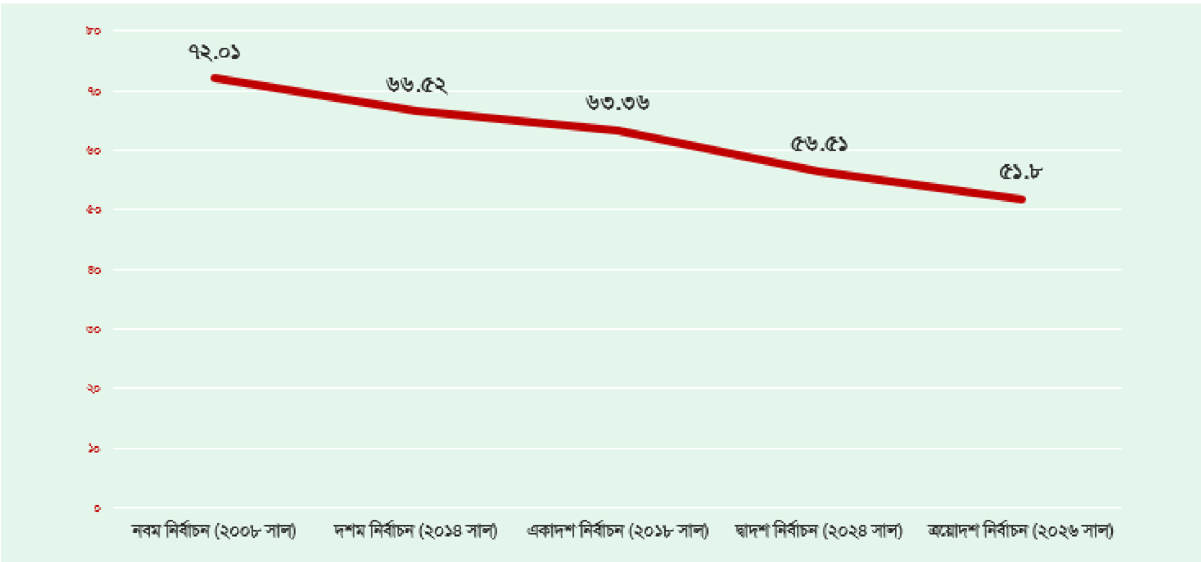


উল্লেখ্য এবার মোট প্রার্থীর ১৬৯৬ জনই প্রথমবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। যাদের বেশিরভাগের বয়সই ২৫-৫৪ বছরের মধ্যে, যার মোট অংশগ্রহণকারীর ৫৮.৪৫ শতাংশ। আর ৫৫-৬৫ বছর বয়সী আছেন ৫.০৬ শতাংশ এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সী নবীন প্রার্থী আছেন ১৪.০৬ শতাংশ। (চিত্র- ১০)

**চিত্র-১০: প্রথমবার নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থী ও তাদের বয়স**

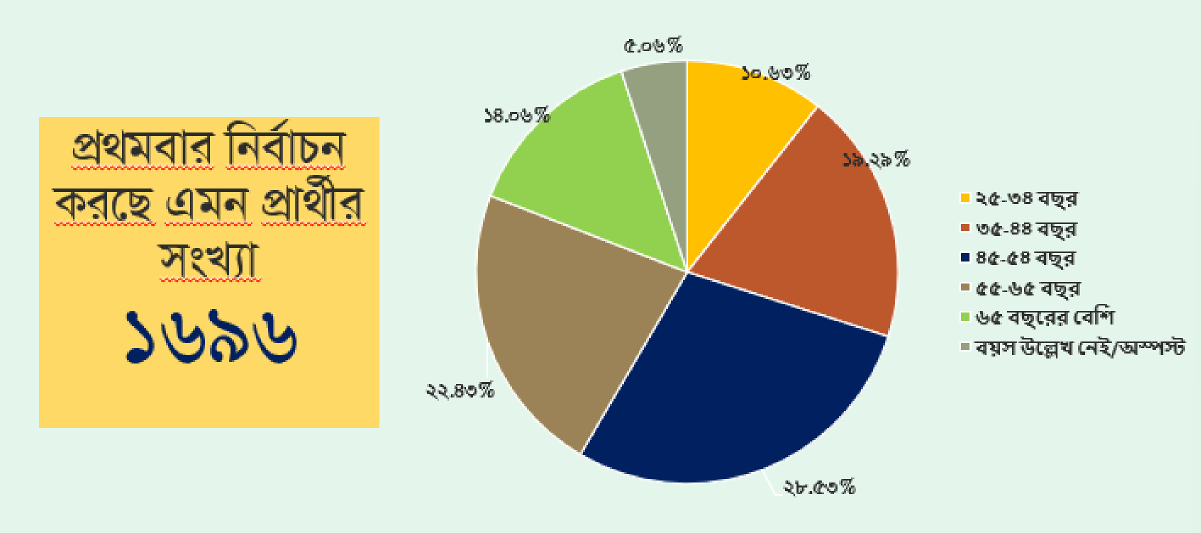


অন্যদিকে হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ২৫-৫৪ বছর বয়সী প্রার্থীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, যা মোট প্রার্থীর অর্ধেকেরও বেশি ৫৮.২৯ শতাংশ। এবার ২৫-৩৪ বছর বয়সী প্রার্থী ৯.৪১ শতাংশ, ৩৫-৪৪ বছর বয়স ১৯ শতাংশ প্রার্থীর আর ৪৫-৫৪ বছর বয়সসীমায় আছেন ২৯.৮৮ শতাংশ প্রার্থী। এছাড়া ২৪.৩৭ শতাংশ প্রার্থীর বয়সসীমা ৫৫-৬৫ বছর এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সী প্রার্থী আছে ১৭.৩৫ শতাংশ। সর্বশেষ পাঁচটি নির্বাচনের তুলনায় এবারই সবচেয়ে কম বয়সী প্রার্থী অংশগ্রহণ করছেন। (চিত্র- ১১)

**চিত্র-১১: নির্বাচন-ভিত্তিক প্রার্থীদের বয়সসীমা**

## ৬. প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

২০২৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুই-তৃতীয়াংশের বেশি প্রার্থীই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। প্রার্থীদের মধ্যে ২৮.৩৭ শতাংশ স্নাতক ও ৪৭.৯৮ শতাংশ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী । উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন ৮.৯৪ শতাংশ, মাধ্যমিক ৬.৫৪ শতাংশ, আর স্বশিক্ষিত প্রার্থী ৫.৬৩ শতাংশ। (চিত্র-১২)

**চিত্র-১৩: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা**

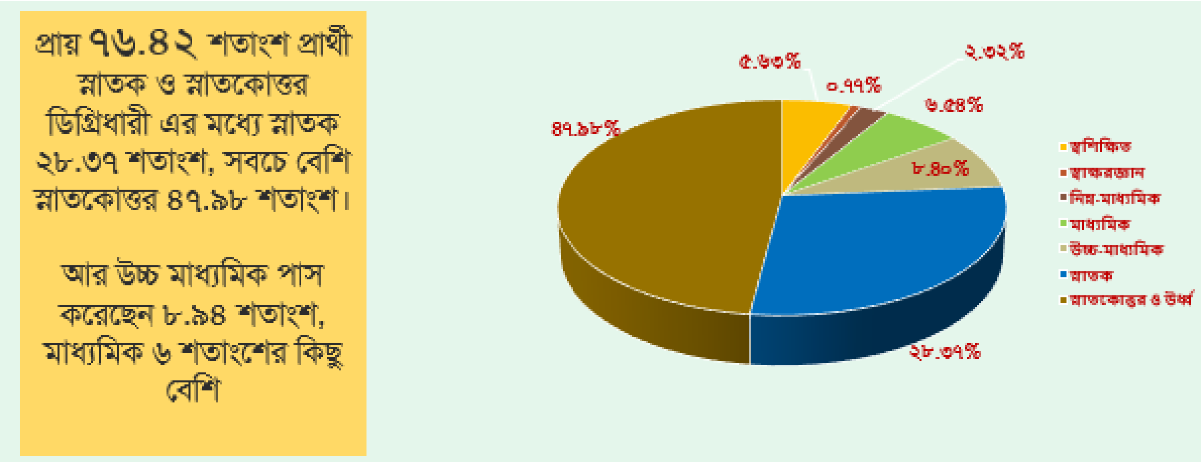


সর্বশেষ পাঁচটি নির্বাচনের মধ্যে এবারই সবচেয়ে বেশি- ৭৬.৪২ শতাংশ প্রার্থী স্নাতক বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রিধারী। নবম থেকে দ্বাদশ নির্বাচন পর্যন্ত এই হার ছিলো যথাক্রমে ৭১.২৩ শতাংশ, ৭১.৯১ শতাংশ, ৬৭.৩০ শতাংশ এবং ৫৯.৩৩ শতাংশ (চিত্র- ১৩)

**চিত্র-১৩: সর্বশেষ পাঁচটি নির্বাচনে স্নাতক ও স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রার্থীর হার**

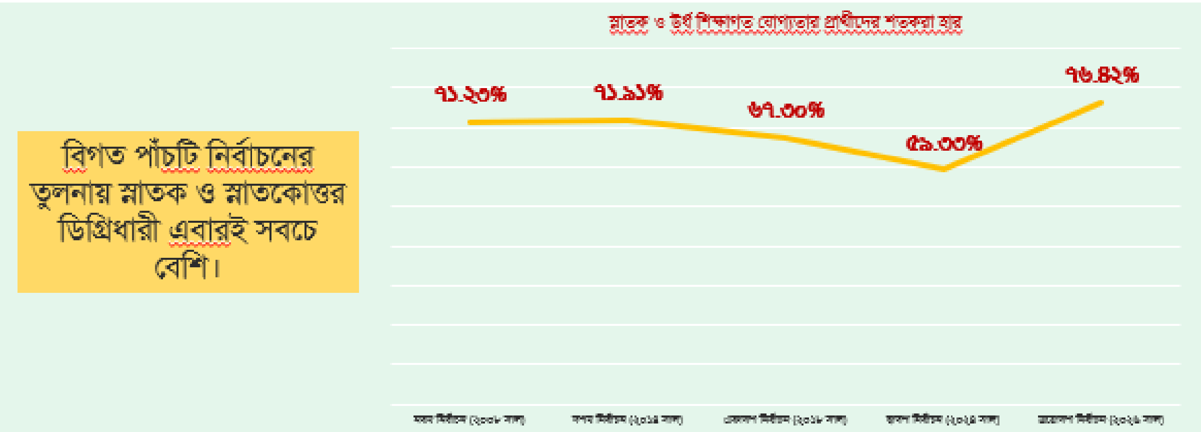


**৭. প্রার্থীদের পেশাগত পরিচয়:**

২০২৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া মোট প্রার্থীর ৪৮.৪৮ শতাংশই মূল পেশা হিসেবে ব্যবসাকে উল্লেখ করেছেন। এরপর আইনজীবি ও শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন যথাক্রমে ১২.৬১ ও ১১৫৬ শতাংশ প্রার্থী। আর চাকরিজীবি ৬.৫৯ শতাংশ এবং কৃষিজীবি, ৫.০২ শতাংশ, এবং ৫.৩১ শতাংশ শিক্ষকতায় যুক্ত। এবার রাজনীতিকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন মাত্র ১.৫৬ শতাংশ প্রার্থী। এর বাইরে চিকিৎসক ২.৭৫ এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন ২.৪৬ শতাংশ। (চিত্র-১৪)

**চিত্র-১৪: ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের পেশাভিত্তিক পরিচয়**

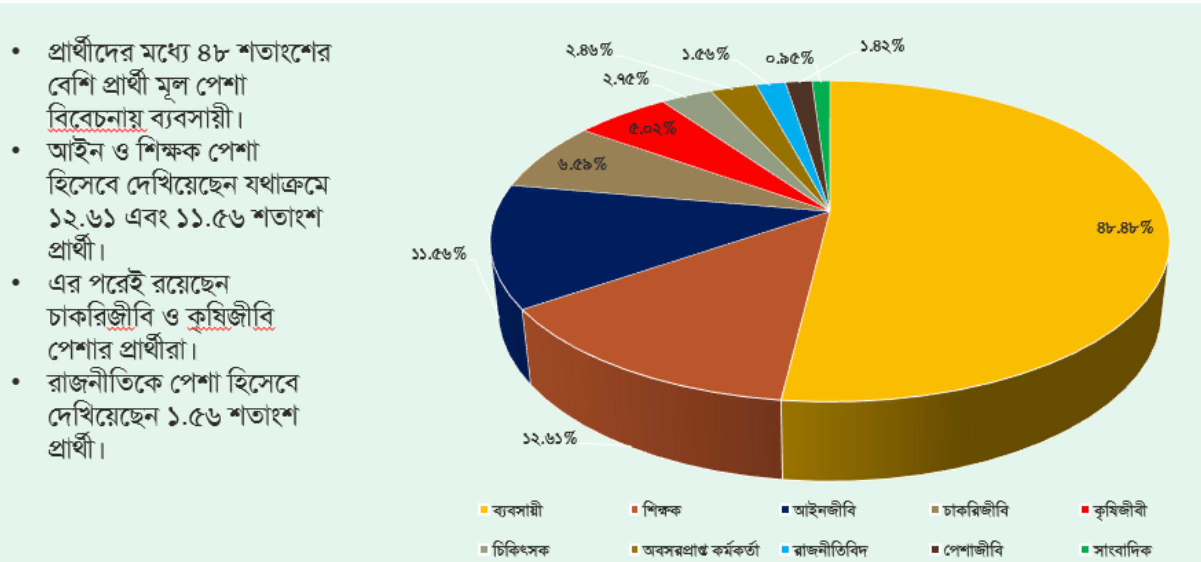

সর্বশেষ পাঁচটি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এবার শিক্ষক ও আইনজীবি প্রার্থীদের হার তুলনামূণলকভাবে বেশি যা মোট প্রার্থীর প্রায় এক চতুর্থাংশ ২৪.১৭ শতাংশ। এছাড়া এবার নবম সংসদ নির্বাচনের পর সবচেয়ে কম ৪৮.৪৮ শতাংশ ব্যবসায়ী প্রার্থীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়, যা দ্বাদশ নির্বাচনে ছিলো সর্বোচ্চ ৫৭.৬৭ শতাংশ (চিত্র-১৫)।

**চিত্র-১৫: সর্বশেষ পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ**

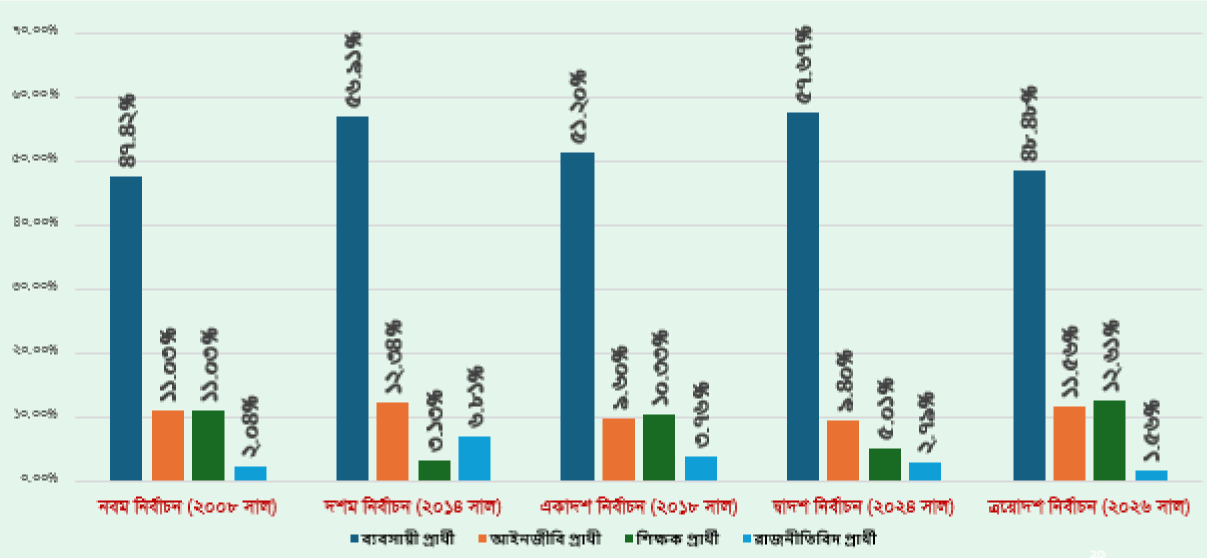


**৮. প্রার্থীদের আয়ের তুলনামূলক চিত্র**

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা হলফনামায় নিজেদের বাৎসরিক আয়ের যে উল্লেখ করেছেন তা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের  আয়কর স্ল্যাব অনুযায়ী বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাৎসরিক তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করেন মোট প্রার্থীর ২৮.৪১ শতাংশ। আর সর্বোচ্চ ৩৫ লাখ টাকার বেশি আয় করেন ১৬.২৩ শতাংশ প্রার্থী।  ৩.৭৫ লাখ থেকে ৬.৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক আয় করেন ২০.৯৯ শতাংশ প্রার্থী, ৬.৭৫ লাখ থেকে ১০.৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক আয় ১২.৪৬ শতাংশ প্রার্থীর। ১০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা থেকে ১৫ লাখ ৭৫ হাজার পর্যন্ত আয় করেন ৮.০৬ শতাংশ প্রার্থী এবং ১৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকা থেকে ৩৫ লাখ ৭৫ হাজার পর্যন্ত আয় ১৩.৮৬ শতাংশ প্রার্থীর। (চিত্র-১৬)ড়

**চিত্র-১৬: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আয়ের তুলনামূলক চিত্র**

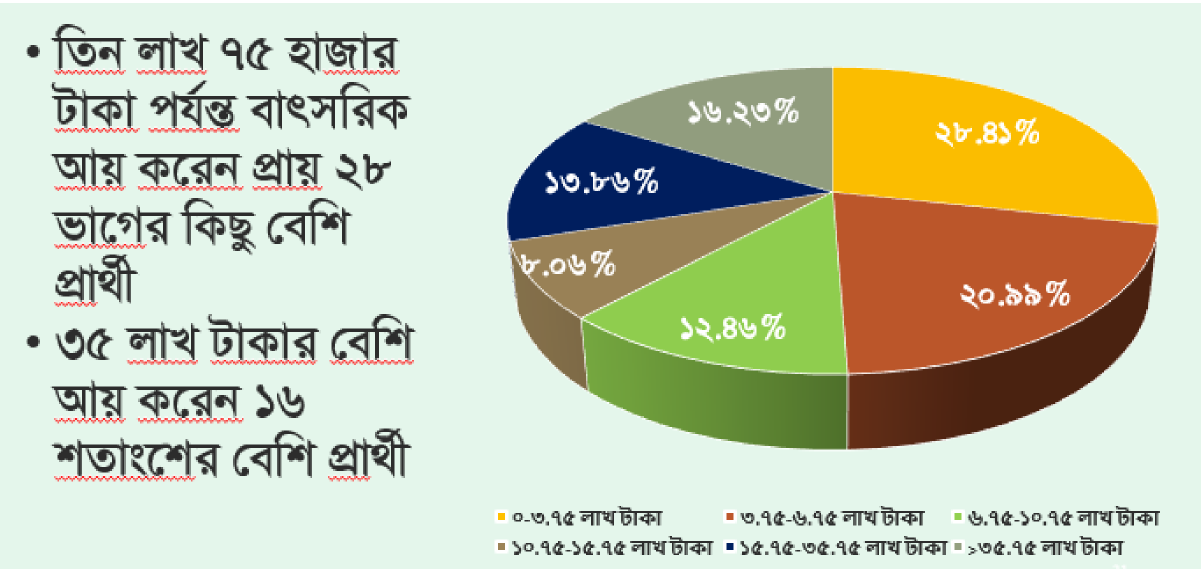


২০২৬ সালের নির্বাচনে বছরে অন্তত এক কোটি টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা একদশ ও দ্বাদশ নির্বাচনের তুলনায় অনেকটা কমে এসেছে। ত্রয়োদশ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে ১২৪ জন বছরে অন্তত এক কোটি টাকা আয় করেন। ২০০৮ সালে এই সংখ্যা ছিলো ৪৩ জন। ২০১৪ সালের নির্বাচনে তা কিছুটা  বেড়ে ৬২ হয়, ২০১৮ সালে এই সংখ্যা ছিলো ১৪৩ জন, আর ২০২৪ সালে সর্বোচ্চ ১৭৯ জন প্রার্থী অন্তত কোটি টাকা আয় করতেন। (চিত্র- ১৭)

**চিত্র-১৭: বছরে ১ কোটি টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর নির্বাচনভিত্তিক সংখ্যা**

| নির্বাচন | নবম নির্বাচন (২০০৮ সাল) | দশম নির্বাচন (২০১৪ সাল) | একাদশ নির্বাচন (২০১৮ সাল) | দ্বাদশ নির্বাচন (২০২৪ সাল) | ত্রয়োদশ নির্বাচন (২০২৬ সাল) |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রার্থীর সংখ্যা | ৪৩ | ৬২ | ১৪৩ | ১৬৪ | ১২৪ |

### ৯. প্রার্থীদের অস্থাবর সম্পদের তুলনামূলক চিত্র

নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামায় ২০২৬ সালে সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীরা নিজ নামে, স্বামী/স্ত্রী ও নির্ভরশীলের নামে অস্থাবর সম্পদের যে হিসাব জমা দিয়েছেন তাতে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদের মোট পরিমাণ দাড়িয়েছে ৬ হাজার ১৮৮ কোটি টাকা। এই অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে বন্ড, ঋণপত্র, শেয়ার, বিনিয়োগ, হাতে ও ব্যাংকে নগদ টাকা, যানবাহন, আসবাব ও ইলেকট্রনিক্স, স্বর্ণ ও অন্যান্য অলঙ্কার, বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য বিষয়াদি। (চিত্র-১৮)

**চিত্র-১৮: সকল প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদের মোট পরিমাণ, ধরণ ও বন্টন**

### ৯.১ অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে কোটিপতি প্রার্থী

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য অনুযায়ী অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে ২০২৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৩ জন বা মোট প্রার্থীর ১.৩৯ শতাংশের সম্পদমূল্য ১০০ কোটি টাকার বেশি। আর ৫৮.৮৪ শতাংশ প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদ এক কোটি টাকার নিচে। এক থেকে ১০ কোটির মালিক ৩১.৭৩ শতাংশ, ১০ কোটি ১ টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকার মালিক ৬.৬৪ শতাংশ, ৫০ কোটি ১ টাকা থেকে ১০০ কোটির মালিক ১.৩৯ শতাংশ। এবার প্রার্থীদের গড় অস্থাবর সম্পদের মূল্য ২.৮ কোটি টাকা, যা ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে ছিলো যথাক্রমে ১.২৭, ৪.৪৩, ৩.৯ ও ৪.৭৯ কোটি টাকা। (চিত্র- ১৯)

**চিত্র- ১৯: অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে কোটিপতি প্রার্থীদের বন্টন**

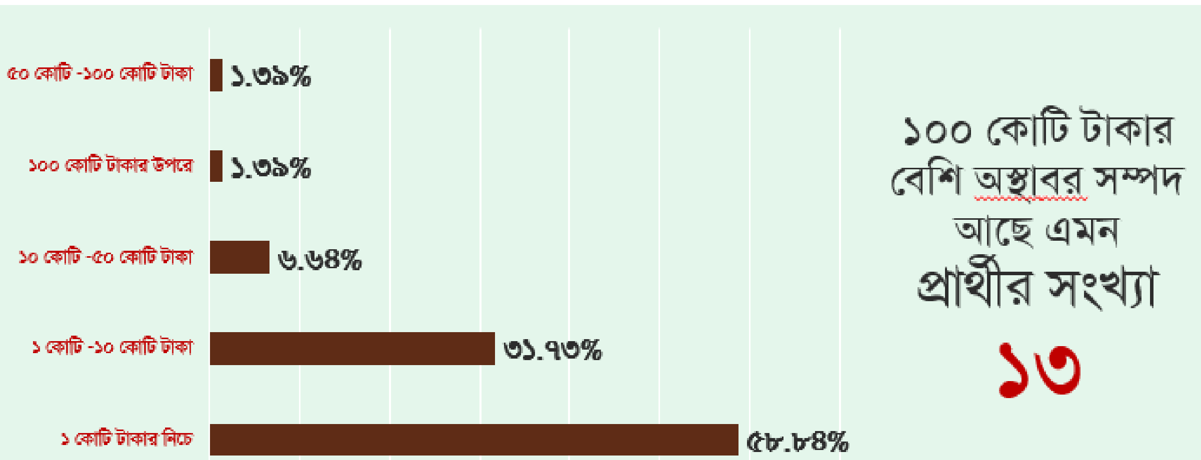

অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে বিগত চার নির্বাচনের তুলনায় ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তুলনায় কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এবার মোট প্রার্থীর ৫৬০ জন বা ৫৪৭ জন বা মোট প্রার্থীর ২৪.৪৯ শতাংশই কোটিপতি। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ নির্বাচনে এই সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ২৭৩, ২০২, ৫২১ এবং ৫৪৭ জন। (চিত্র-২০)

**চিত্র-২০: অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে নির্বাচন ভিত্তিক কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার**

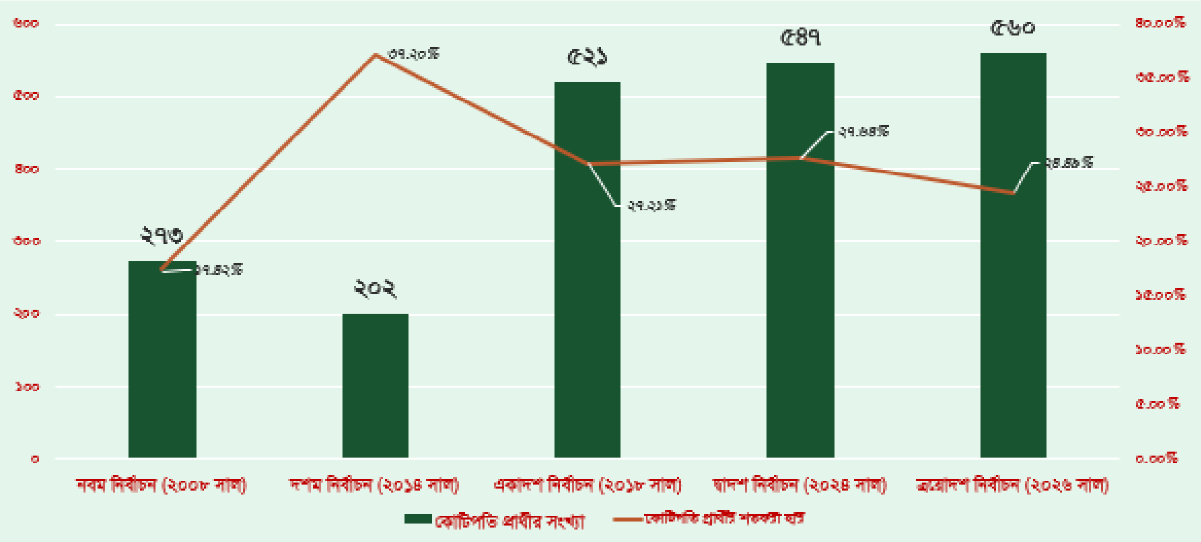


২০২৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া কোটিপতি প্রার্থীদের দলভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সর্বোচ্চ ২১২ জন অর্থাৎ দলের মোট প্রার্থীর ৭১.৮৬ শতাংশই কোটিপতি। এরপর দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ- যাদের ৫৩ জন বা দলীয় মোট প্রার্থীর ১৯.৮৫ শতাংশ কোটিপতি। আর তৃতীয় অবস্থানে আছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও জাতীয় পার্টি, যাদের মোট কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ২৭ জন করে। (চিত্র-২১)

**চিত্র-২১: দলভিত্তিক কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার**

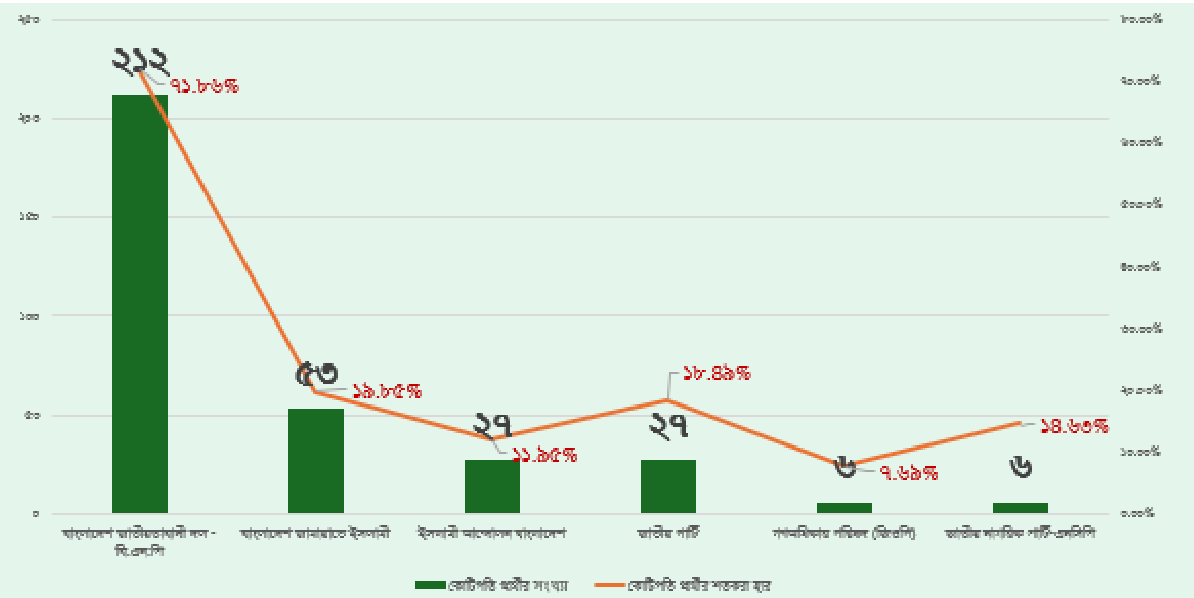


অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে শীর্ষ সম্পদশালী ১০ প্রার্থীর তালিকার ৭ জনই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির। আর বাকি তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী। তালিকায় ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে শীর্ষস্থানে আছেন বিএনপি দলীয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের প্রার্থী মোঃ আমিনুল ইসলাম, তার মোট অস্থাবর সম্পদের পরিমান ৫৯৯.৭ কোটি টাকা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এস. এ. কে. একরামুজ্জামান ৪১৪ কোটি ১ লাখ টাকার সম্পদ নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন। তিনি গতবারও তালিকার দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। ২৫০ কোটি ১৬ লাখ টাকা নিয়ে তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বগুড়া- ৫ আসনের বিএনপি দলীয় প্রার্থী গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ। পরবর্তী তিনটি অবস্থানেও আছেন বিএনপি দলীয় প্রার্থীরা। ২৩২.২ কোটি টাকা নিয়ে কুমিল্লা- ৮ আসনের জাকারিয়া তাহের চতুর্থ, ১৯৯.৯১ কোটি টাকা নিয়ে ফেনী- ৩ আসনের আব্দুল আউয়াল মিন্টু পঞ্চম এবং ১৬১.৩৪ কোটি টাকা

নিয়ে শরীয়তপুর ২ আসনের বিএনপির প্রার্থী মোঃ সফিকুর রহমান কিরন আছেন ষষ্ঠ স্থানে। এরপর সপ্তম ও অষ্টম স্থানে আছেন দুই স্বতন্ত্র প্রার্থী। তারা হলেন ১৬০ কোটি ৩৩ লাখ টাকার অস্থাবর সম্পদ নিয়ে টাঙ্গাইল ৮ আসনের সালাউদ্দিন আলমগীর এবং ১৫৯ কোটি ২৯ লাখ টাকার সম্পদ নিয়ে শরীয়তপুর ২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ফারহানা কাদির রহমান। শীর্ষ কোটিপতি প্রার্থীর সর্বশেষ দুইজনও বিএনপি দলীয় প্রার্থী- ঢাকা ৭ আসনের হামিদুর রহমান, যার সম্পদের পরিমাণ ১১৬.৮৪ কোটি টাকার এবং ঢাকা ৮ আসনে ১০৯ কোটি ৩৬ লাখ টাকা নিয়ে মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ। (চিত্র- ২২)

**চিত্র-২২: ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোটিপতি প্রার্থী**

| প্রার্থী | সংসদীয় আসনঃ | মোট অস্থাবর সম্পদ (কোটি টাকায়) | দল |
|---|---|---|---|
| মোঃ আমিনুল ইসলাম | ০৪৪ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ | ৫৯৯.৭ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| এস. এ. কে একরামুজ্জামান | ২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ | ৪১৪.১ | স্বতন্ত্র |
| গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ | ০৪০ বগুড়া-৫ | ২৫০.১৬ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| জাকারিয়া তাহের | ২৫৬ কুমিল্লা-৮ | ২৩২.২ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| আবদুল আউয়াল মিন্টু | ২৬৭ ফেনী-৩ | ১৯৯.৯১ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| মোঃ সফিকুর রহমান (কিরন) | ২২২ শরীয়তপুর-২ | ১৬১.৩৪ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| সালাউদ্দিন আলমগীর | ১৩৭ টাংগাইল-৮ | ১৬০.৩৩ | স্বতন্ত্র |
| ফারহানা কাদির রহমান | ২২২ শরীয়তপুর-২ | ১৫৯.২৯ | স্বতন্ত্র |
| হামিদুর রহমান | ১৮০ ঢাকা-৭ | ১১৬.৮৪ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ | ১৮১ ঢাকা-৮ | ১০৯.৩৬ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |

## ১০. প্রার্থীদের স্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীরা স্থাবর সম্পদ হিসেবে জমি (কৃষি/অ-কৃষি), দালান, এপার্টমেন্ট, খামার এবং বাগানের উল্লেখ করেছেন। জমির মালিকানার পরিমাণের ভিত্তিতে করা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৬ জাতীয় নির্বাচনের হলফনামা অনুযায়ী কমপক্ষে ১ একর জমি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা আগের চারটি নির্বাচনের তুলনায় সর্বোচ্চ। এবার ৭৭৫ জন প্রার্থীর কমপক্ষে এক একর জমি আছে। নবম, দশম, একাদ ও দ্বাদশ নির্বাচনে যেই সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ৭৫৩, ৩০৪, ৭৩৩ ও ৭১৫ জন। (চিত্র- ২৩)

**চিত্র-২৩: কমপক্ষে ১ একর জমি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার**

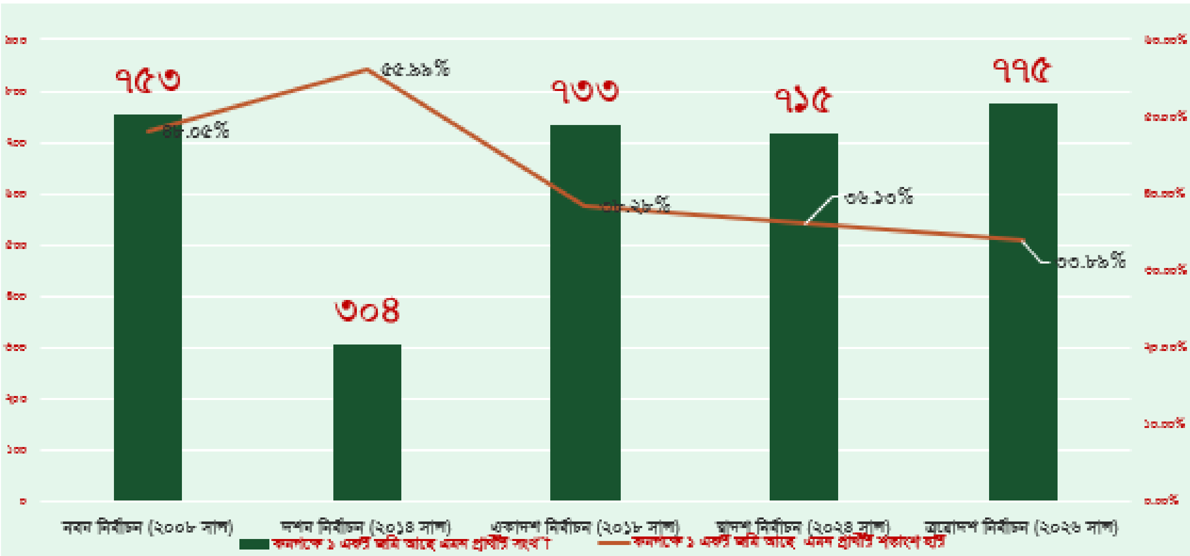


কৃষি জমির মালিকানা অনুযায়ী স্থাবর সম্পদের হিসেব করলে, সবচেয়ে বেশি কৃষি জমির মালিকানা দেখিয়েছেন চট্টগ্রাম ১৩ আসনের বিএনপি দলীয় প্রার্থী মোঃ আব্বাস আলী, তার জমির পরিমান ৮৯৭.৯০ একর। অকৃষি জমির পরিমাণ হিসেবেও তিনি শীর্ষ অবস্থানে রয়েছেন। কৃষি জমির হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন জামায়াতে ইসলামীর দিনাজপুর ৫ আসনের প্রার্থী মোঃ আনোয়ার হোসেন, তার কৃষি জমির পরিমান ২৩৬.৮০ একর। তৃতীয় অবস্থানে আছেন বাগেরহাট ৪ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী খায়রুজ্জামান (শিপন), তার কৃষি জমির পরিমাণ ১০০ একর। নিচে সর্বোচ্চ কৃষি ও অকৃষি জমি আছে এমন ১০ জনের তালিকা নিচে দেওয়া হলো। (চিত্র ২৪ ও ২৫)

## চিত্র- ২৪: শীর্ষ ১০ কৃষি জমিধারী প্রার্থীর তালিকা

| প্রার্থীর নামঃ | দল | সংসদীয় আসন | কৃষি জমি (একর) | অকৃষি জমি (একর) | মোট জমি | বর্তমান মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মোঃ আলী আব্বাস | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | ২৯০ চট্টগ্রাম-১৩ | ৮৯৭.৯০ | ৩৯২.৩৬ | ১,২৯০.২৬ | ৩৫০০০০০০০ |
| মোঃ আনোয়ার হোসেন | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | ০১০ দিনাজপুর-৫ | ২৩৬.৮০ | ০.০৮ | ২৩৬.৮৮ | ৭৭০০০০০ |
| কাজী খায়রুজ্জামান (শিপন) | স্বতন্ত্র | ০৯৮ বাগেরহাট-৪ | ১০০.০০ | | ১০০.০০ | ৬৩৮০০০০০ |
| মোঃ সিরাজুল ইসলাম | বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) | ০১২ নীলফামারী-নীলফামারী-২ | ১০০.০০ | ০.৩৭ | ১০০.৩৭ | ৪২০০০০০ |
| মোঃ সফিকুর রহমান (কিরন) | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | ২২২ শরীয়তপুর-২ | ৮১.৫৮ | ৪.০৩ | ৮৫.৬০ | ২৪৬০৮৫৬১৮ |
| ফারহানা কাদির রহমান | স্বতন্ত্র | ২২২ শরীয়তপুর-২ | ৬৮.০২ | ৪.০৩ | ৭২.০৪ | |
| শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল | স্বতন্ত্র | ১৬৬ কিশোরগঞ্জ-৫ | ৬১.৬৯ | ০.২২ | ৬১.৯১ | ৪৩০৬৩২৩৪ |
| মোস্তাকিম রাজা চৌধুরী | স্বতন্ত্র | ২৩১ সিলেট-৩ | ৬০.৭৯ | | ৬০.৭৯ | ১০০০০০০০০ |
| বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | ০৯৩ নড়াইল-১ | ৫৬.৬৪ | ৫.৪০ | ৬২.০৪ | ৬৯১২৬৩৮৮০ |
| মোঃ মহসিন মিয়া | স্বতন্ত্র | ২৩৮ মৌলভীবাজার-৪ | ৫৪.৮৬ | | ৫৪.৮৬ | ১৬৯০৯৯৭৯৭ |

কৃষি জমির তালিকার মতোই অ-কৃষি জমির মালিকানাতেও শীর্ষে আছেন চট্টগ্রাম ১৩ আসনের বিএনপি দলীয় প্রার্থী মোঃ আব্বাস আলী, তার অ-কৃষি জমির পরিমান ৩৯২.৩৬ একর। দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন লক্ষীপুর ২ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী হেলাল উদ্দিন, তার জমির পরিমান ২৩০ একর। আর তৃতীয় অবস্থানে আছেন সাতক্ষীরা ২ আসনের বিএনপি দলীয় প্রার্থী মোঃ আব্দুর রউফ, তার মোট জমির পরিমাণ ২১০ একর। এখানে উল্লেখ্য যে, ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট-২০২৩ অনুযায়ী একজন ব্যক্তির ভূমির মালিকানা পাওয়ার সর্বোচ্চ সীমা কৃষি জমির ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা এবং অ-কৃষি জমি সহ যা ১০০ বিঘা পর্যন্ত যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কৃষি ও অ-কৃষি মিলিয়ে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে কমপক্ষে ১০ জন প্রার্থীর কাছে আইনি সীমার অতিরিক্ত ভূমির মালিকানা রয়েছে।

## চিত্র- ২৫: শীর্ষ ১০ অ-কৃষি জমিধারী প্রার্থীর তালিকা

| প্রার্থীর নামঃ | দল | সংসদীয় আসন | কৃষি জমি (একর) | অকৃষি জমি (একর) | মোট জমি (একর) | বর্তমান মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মোঃ আলী আব্বাস | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | ২৯০ চট্টগ্রাম-১৩ | ৮৯৭.৯০ | ৩৯২.৩৬ | ১,২৯০.২৬ | ৩৫০০০০০০০ |
| হেলাল উদ্দিন | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | ২৭৫ লক্ষীপুর-২ | | ২৩০.০০ | ২৩০.০০ | |
| মোঃ আব্দুর রউফ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | ১০৬ সাতক্ষীরা-২ | ২০.২৫ | ২১০.৫৬ | ২৩০.৮১ | |
| মোঃ সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | ০২৬ কুড়িগ্রাম-২ | ৪.৭৬ | ১৫৬.৩২ | ১৬১.০৮ | ৪০০০০০০০ |
| সাচিং প্রু | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | ৩০০ বান্দারবান | ১০.০০ | ৬৭.৮৭ | ৭৭.৮৭ | ৩৩০৭০০০ |
| এস, এম, মোস্তফা আল মামুন | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | ১০৮ সাতক্ষীরা-৪ | ৫.২০ | ৬৭.৫০ | ৭২.৭০ | |
| আলফারুক আব্দুল লতীফ | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | ০১৩ নীলফামারী-২ | ২.৩৪ | ৬২.৭৫ | ৬৫.০৯ | ১২৫০০০০০০ |
| সাঈদ আল নোমান | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | ২৮৭ চট্টগ্রাম-১০ | ০.১৭ | ৬০.২৪ | ৬০.৪১ | ১০৮৩২০৮৩২ |
| মোঃ হাবিবুল ইসলাম হাবিব | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | ১০৫ সাতক্ষীরা-১ | ৪.৭৮ | ৫২.৮৮ | ৫৭.৬৬ | |
| এম এ এইচ সেলিম | স্বতন্ত্র | ০৯৫ বাগেরহাট-১ | ২৯.৯৫ | ৫১.৮৩ | ৮১.৭৮ | ১৬৬৬১৮৩৪৮৭ |

এবারের নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে কমপক্ষে তিনটি দালান/ এপার্টমেন্ট/ খামার/বাগান আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ২৯৭ জন, যা মোট প্রার্থীর ১২.৯৯ শতাংশ। ২০২৪ নির্বাচনে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ছিলো ৩০৫ জন, যা মোট প্রার্থীর ১৫.৪১ শতাংশ।

**চিত্র-২৬: কমপক্ষে ৩টি দালান/এপার্টমেন্ট/খামার/বাগান আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার**

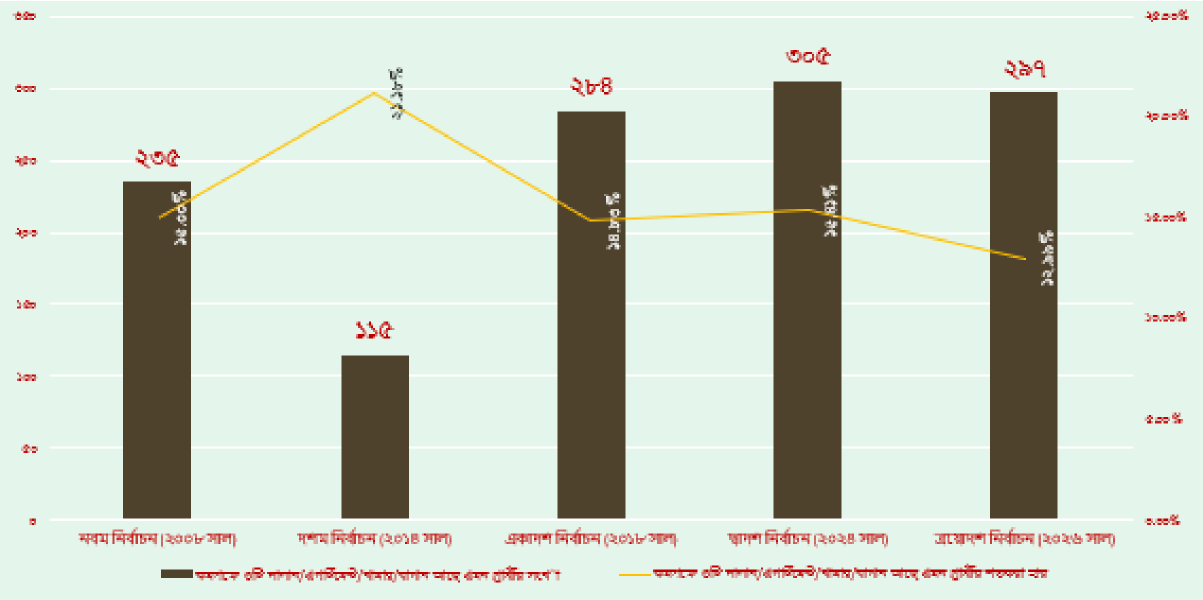


এবছর হলফনামায় অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্য যুক্ত করার বিধান থাকায়, হলফনামায় প্রার্থীদের এসংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের মূল্যের ভিত্তিতে মোট কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ৮৯১ জন। আর শুধু স্থাবর সম্পদের হিসাব ধরলে, সেটি ৫৮৭ এবং শুধু অস্থাবর সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্যের হিসাব করলে মোট কোটিপতির সংখ্যা ৫৬০ জন। (চিত্র- ২৭)

**চিত্র-২৭: অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে কোটিপতি প্রার্থী**

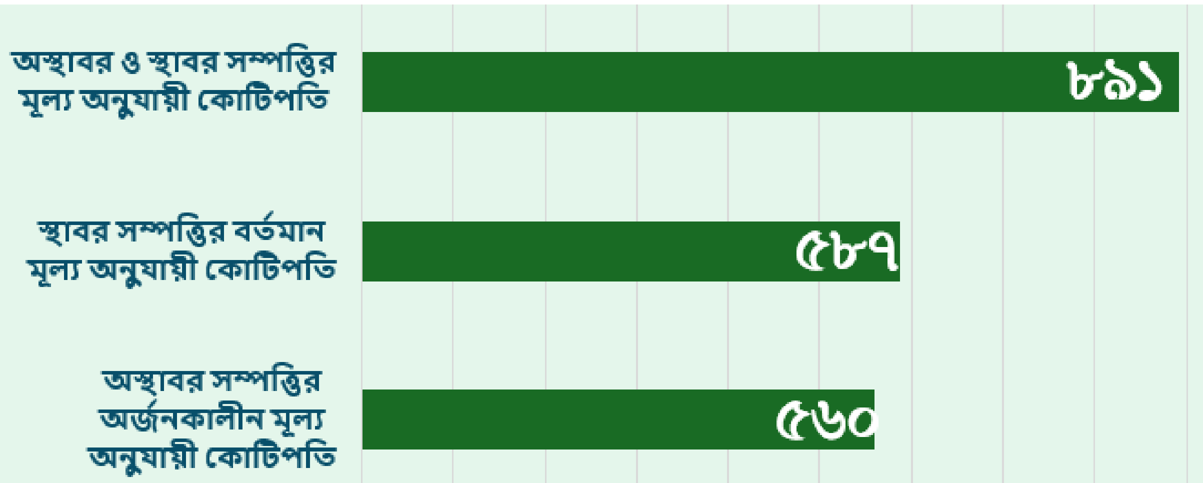


এবছর অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের মূল্য হিসেব করলে ২৭ জন শত-কোটিপতি প্রার্থীর তালিকা পাওয়া যায়। এই ২৭ জনের মধ্যে ১৮ জনই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির। আর বাকি ৯ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। তালিকার শীর্ষে আছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২ আসনের বিএনপি প্রার্থী মোঃ আমিনুল ইসলাম। তার মোট সম্পদের বাজারমূল্য ৬১৯.৯০ কোটি টাকা। এরপরের দুইজনও বিএনপির। তারা হলেন আব্দুল আউয়াল মিন্টু এবং মোঃ জাকির হোসেন সরকার। তাদের সম্পদের বাজারমূল্য যথাক্রমে ৬০৭.৫৮ কোটি এবং ৫৮১.১১ কোটি টাকা। আর স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থমূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে বাক্ষণবাড়িয়া ১ আসনের প্রার্থী এস. এ. কে একরামুজ্জামান। তার মোট সম্পদ মূল্য ৪৯৯.৪২ কোটি টাকা। এই তালিকার সবার শেষে আছেন রংপুর ৪ আসনের বিএনপি দলীয় প্রার্থী মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা। তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ মিলে বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী মোট সম্পদ আছে একশ পয়তাল্লিশ কোটি টাকা। (চিত্র- ২৮)

**চিত্র-২৮: অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ২৭ জন শত-কোটিপতি প্রার্থী**

| প্রার্থী | সংসদীয় আসনঃ | দল | অস্থাবর ও সম্পদের মোট মূল্য (কোটি টাকায়) |
|---|---|---|---|
| মোঃ আমিনুল ইসলাম | ০৪৪ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 619.90 |
| আবদুল আউয়াল মিন্টু | ২৬৭ ফেনী-৩ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 607.58 |
| মোঃ জাকির হোসেন সরকার | ০৭৭ কুষ্টিয়া-৩ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 581.11 |
| এস. এ. কে একরামুজ্জামান | ২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ | স্বতন্ত্র | 499.42 |
| মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী | ২৮১ চট্টগ্রাম-৪ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 472.85 |
| ফখর উদ্দিন আহমেদ | ১৫৬ ময়মনসিংহ-১১ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 299.90 |
| জাকারিয়া তাহের | ২৫৬ কুমিল্লা-৮ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 292.20 |
| নাসাউদ্দিন আশনদীর | ১৩৭ টাংগাইল-৮ | স্বতন্ত্র | 283.16 |
| এম এ এইচ সেলিম | ০৯৭ বাগেরহাট-৩/ ০৯৬ বাগেরহাট-২/ ০৯৫ বাগেরহাট-১ | স্বতন্ত্র | 262.93 |
| গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ | ০৪০ বগুড়া-৫ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 256.19 |
| মোঃ জালাল উদ্দিন | ২৬১ চাঁদপুর-২ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 231.75 |
| মোহাম্মদ ফজলুল আজিম | ২৭৩ নোয়াখালী-৬ | স্বতন্ত্র | 188.31 |
| মোঃ শফিকুর রহমান (কিরন) | ২২২ শরীয়তপুর-২ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 185.94 |
| মোঃ শাহ আলম | ২০৭ নারায়ণগঞ্জ-৪ | স্বতন্ত্র | 184.90 |
| মোঃ হারুনুর রশিদ | ২৬৩ চাঁদপুর-৪ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 175.25 |
| হামিদুর রহমান | ১৮০ ঢাকা-৭ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 161.14 |
| জালাল আহমেদ চৌধুরী | ২০৩ নরসিংদী-৫ | স্বতন্ত্র | 160.10 |
| ফারহানা কাদির রহমান | ২২২ শরীয়তপুর-২ | স্বতন্ত্র | 159.29 |
| নাসের রহমান | ২৩৭ মৌলভীবাজার-৩ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 141.80 |
| মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ | ২৫৪ কুমিল্লা-৬ | স্বতন্ত্র | 129.00 |
| মোঃ আবদুল মান্নান | ২৬৩ চাঁদপুর-৪ | স্বতন্ত্র | 120.74 |
| মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি | ২৭৬ লক্ষ্মীপুর-৩ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 114.48 |
| সাঈদ আহমেদ | ২২১ শরীয়তপুর-১ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 111.57 |
| মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ | ১৮১ ঢাকা-৮ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 109.36 |
| আফরোজা খানম | ১৭০ মানিকগঞ্জ-৩ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 106.88 |
| মাহমুদ হাসান খান | ০৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 103.82 |
| মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা | ০২২ রংপুর-৪ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | 100.45 |

## ১১. দায়-দেনা ও ঋণের ভিত্তিতে প্রার্থীদের তুলনামুলক বিশ্লেষণ

সর্বশেষ পাঁচটি জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে কম সংখ্যক প্রার্থী দায় বা ঋণগ্রস্ত। তবে টাকার অংকে এবারের ঋণ বা দায় সবচেয়ে বেশি ৮,৮৬৮ কোটি টাকা। এবার সর্বমোট প্রার্থীর ২৫.৫৭ শতাংশের কোনো দায় বা ঋণ আছে। এর আগে ২০২৪ সালের নির্বাচনে ২৭.৬২ শতাংশ প্রার্থীর দায় বা ঋণ ছিলো। ২০১৮ সালের নির্বাচনে এটি ছিলো ২৮.৯১ শতাংশ ও ২০১৪ সালে ছিলো ৪২.৫৪ শতাংশ, আর ২০০৮ সালের নির্বাচনে ৩৭.১৬ শতাংশ প্রার্থীর দায় বা ঋণ ছিলো। (চিত্র-২৯)

**চিত্র-২৯: দায় ও ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর শতকরা হার ও মোট টাকার পরিমাণ**

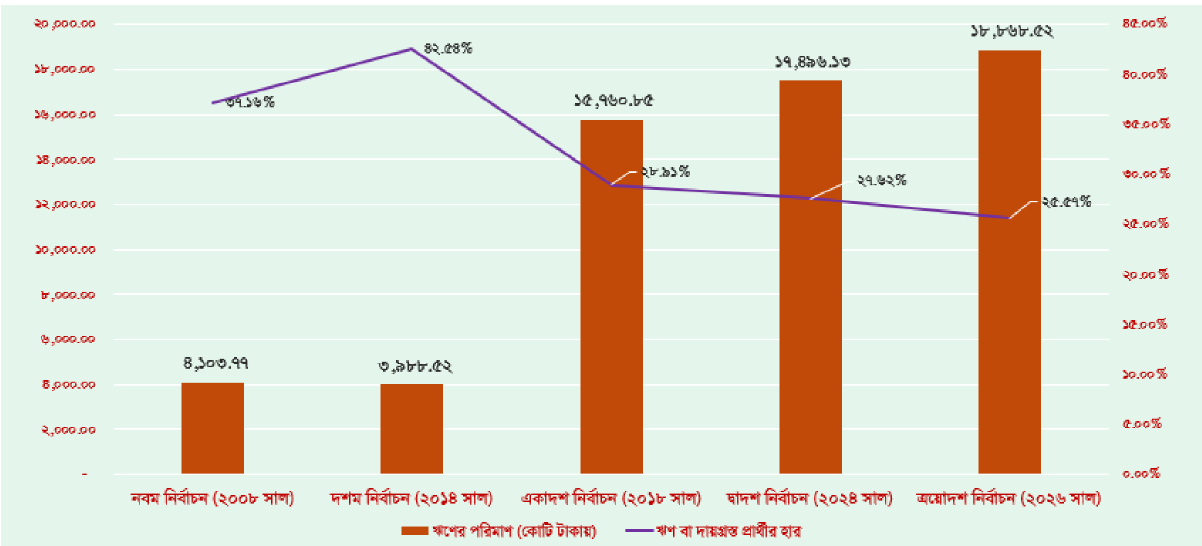


ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের মোট ৬৭ শতাংশেরই ব্যাংক ঋণ আছে। আর ব্যক্তিগত ও অন্যান্য ঋণ আছে ৫৪.৯৮ শতাংশের। এবার মোট দায়-দেনা ও ঋণের মধ্যে ব্যাংক ঋণই আছে ১৭৪১৭১.৭৬ কোটি টাকা। আর ব্যক্তিগত ও অন্যান্য খাত থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা। যে সকল প্রার্থী ব্যাংক ঋণ নিয়েছেন তাদের ৬১ শতাংশই একক ঋণ হিসেবে নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ১৭ শতাংশ প্রার্থী ঋণগ্রস্ত হয়েছেন। যৌথ ঋণ ১৩ শতাংশ ও নির্ভরশীলদের ঋণ ০৮ শতাংশ (চিত্র-৩০)।

**চিত্র-৩০: দ্বাদশ নির্বাচনে প্রার্থীদের মোট দায়-দেনা ও ঋণের ধরণ**

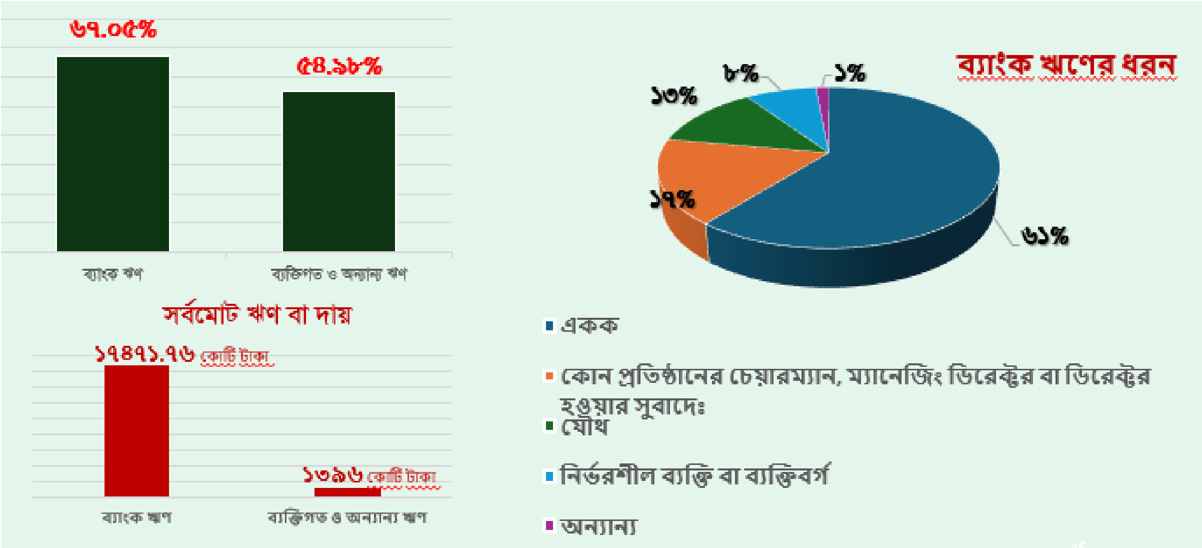


শীর্ষ দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ঋণ বা দায়গ্রস্ত প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ৫৯.৪১ শতাংশ। এরপর আছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, তাদের ঋণ ও দায়ের হার ৩২.৭৯ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা, তাদের ২৬.৯৭ শতাংশই ঋণ বা দায়গ্রস্ত। এরপর যথাক্রমে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির ২৫ শতাংশ এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ২২.২৬ শতাংশ প্রার্থী ঋণ বা দায়গ্রস্ত। (চিত্র- ৩১)

**চিত্র- ৩১: শীর্ষ দলগুলোর ঋণ বা দায়গ্রস্ত প্রার্থীর হার**

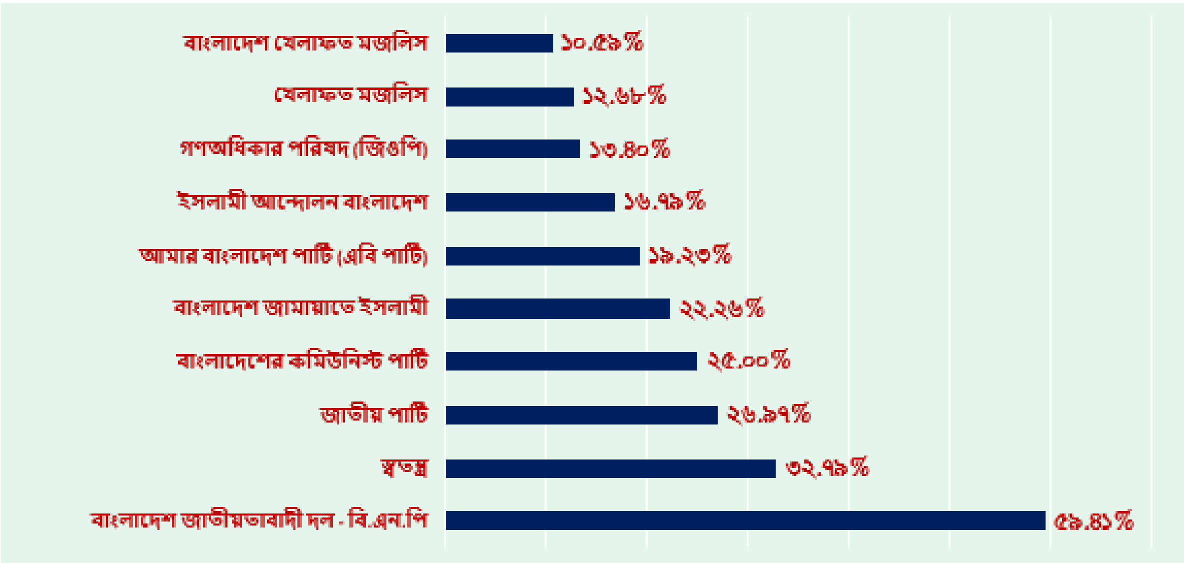


ত্রয়োদ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ঋণ আছে এমন প্রার্থী হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এস. এ. কে. একরামুজ্জামান। তাঁর ঋণ বা দায়ের পরিমাণ ৩ হাজার ১৫৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। এক হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ রয়েছে হবিগঞ্জ ৪ আসনের এস এম ফয়সল (২০৪১.৪৮ কোটি টাকা), ব্রাহ্মনবাড়িয়া ৩ আসনের মোঃ খালেদ হোসেন মাহবুব (১৪৭৯.৮২ কোটি টাকা), মানিকগঞ্জ ৩ আসনের আফরোজা খানম (১৩৬০.৩৬ কোটি টাকা) এবং মুন্সিগঞ্জ ১ আসনের মোঃ আব্দুল্লাহ (১১৫ ,৭২ কোটি টাকা)। এরা সবাই বিএনপি মনোনীত প্রার্থী। (চিত্র- ৩২)

**চিত্র- ৩২: শীর্ষ দলগুলোর ঋণ বা দায়গ্রস্ত দশ প্রার্থী**

| প্রার্থীর নাম | ঋণ বা দায়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংসদীয় আসন | দল |
|---|---|---|---|
| এস. এ. কে একরামুজ্জামান | ৩,১৫৫.৭৫ | ২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ | স্বতন্ত্র |
| এস, এম, ফয়সল | ২,০৪১.৪৮ | ২৪২ হবিগঞ্জ-৪ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| মোঃ খালেদ হোসেন মাহবুব | ১,৪৭০.৮২ | ২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| আফরোজা খানম | ১,৩৬০.৩৬ | ১৭০ মানিকগঞ্জ-৩ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| মোঃ আব্দুল্লাহ্ | ১,১১৫.৭২ | ১৭১ মুন্সিগঞ্জ-১ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| খন্দকার আবদুল মুক্তাদীর | ৮৪৬.৮০ | ২২৯ সিলেট-১ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| মোঃ শাহ্ আলম | ৮২৪.৪৪ | ২০৭ নারায়ণগঞ্জ-৪ | স্বতন্ত্র |
| কাজী রফিকুল ইসলাম | ৭৪৮.৭৮ | ০৩৬ বগুড়া-১ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী | ৬৯৯.৯৩ | ২৮১ চট্টগ্রাম-৪ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |
| গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী | ৬৯৮.৫৪ | ২৮৩ চট্টগ্রাম-৬ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি |

## ১২. ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মামলার বিবরণী

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে বর্তমানে মামলা আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৫৩০ জন, যা মোট প্রার্থীর ২২.৬৩ শতাংশ। আর অতীতে মামলা ছিলো এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৭৪০ জন, যা মোট প্রার্থীর ৩১.৬৪ শতাংশ। মামলার ধরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি আঘাতের জন্য, জনগনের শান্তিভঙ্গের জন্য, জীবনবিপন্নকারী অপরাধ, ভীতিপ্রদর্শন, অপমান এবং উৎপাত, প্রতারণা ইত্যাদি কারণে মামলা রয়েছে এসব প্রার্থীদের বিরুদ্ধে। (চিত্র- ৩৩ ও ৩৪)

**চিত্র-৩৩ ও ৩৪: মামলা আছে এমন প্রার্থী সংখ্যা**

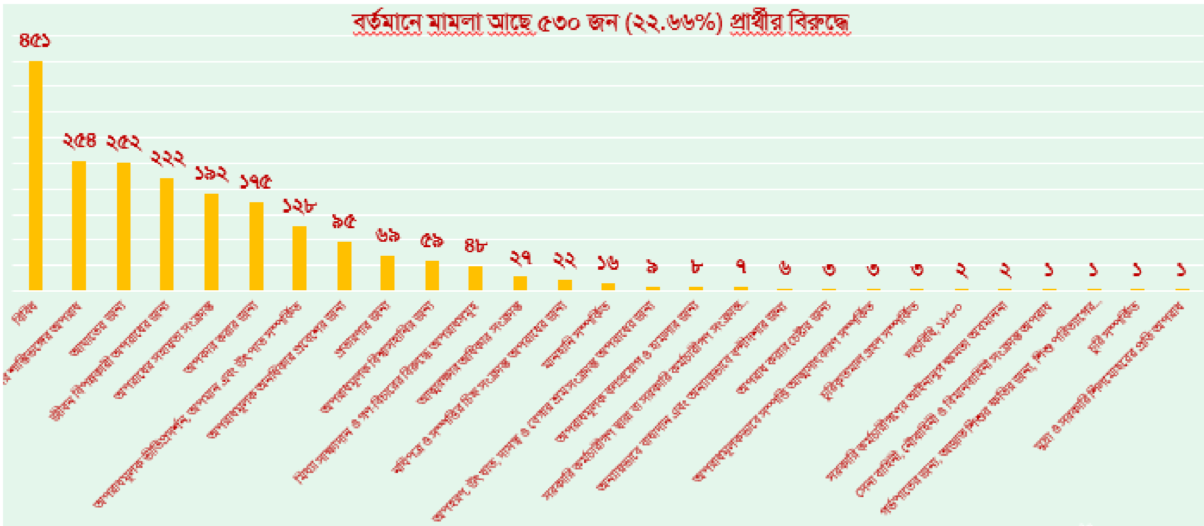


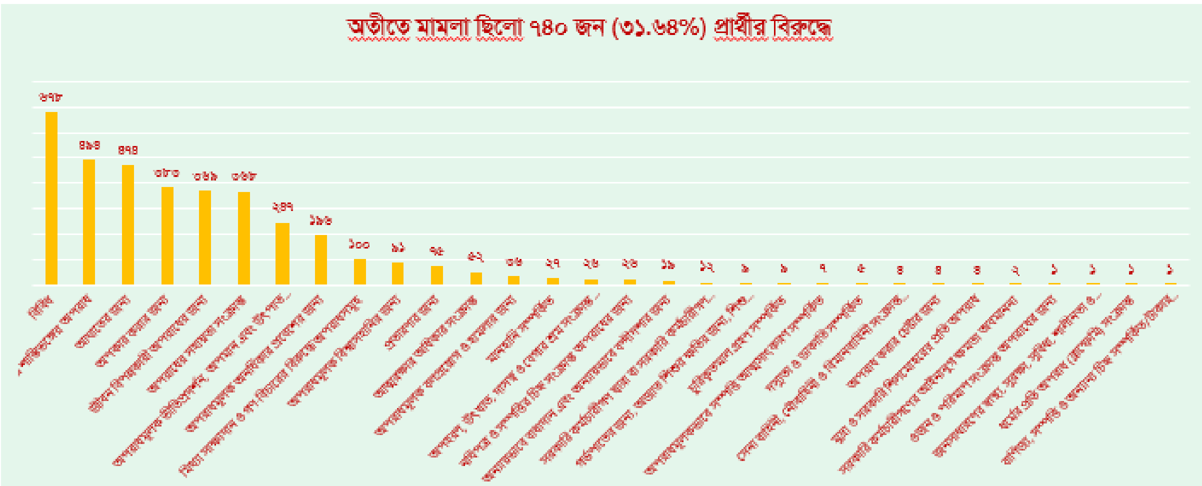

### ১৩. শীর্ষ দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয়

ঘলফনামায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখায় যে এবার প্রার্থীদের সর্বমোট ঘোষিত নির্বাচনী ব্যয় ৪৬৩ কোটি ৭ লাখ টাকা। আর প্রার্থীদের ঘোষিত গড় নির্বাচনী ব্যয় ২২ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। নির্বাচনী ব্যয়ে যথাক্রমে শীর্ষে আছে বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও জাতীয় পার্টি। (চিত্র- ৩৫)

**চিত্র-৩৫: নির্বাচনী ব্যয়**

**৪৬৩.৭ কোটি টাকা**
সর্বমোট প্রার্থীদের ঘোষিত নির্বাচনী ব্যয়

**২২.৫ লক্ষ টাকা**
প্রার্থীদের ঘোষিত গড় নির্বাচনী ব্যয়

| দল | অনুদান | ধার | নিজ অর্থ | মোট |
|---|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি | ৪৫.১ | ৭ | ৬৭.৪ | ১১৯.৫ |
| বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | ৪৭.৫ | ১২.৬ | ২০.৫ | ৮০.৬ |
| স্বতন্ত্র | ১৪.১ | ৮ | ৪৩.৬ | ৬৫.৭ |
| ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | ১৬.৮ | ১.৮ | ১০.৬ | ২৯.২ |
| জাতীয় পার্টি | ৫.৯ | ৬ | ১৬.৮ | ২৮.৭ |
| বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস | ৩.৮ | ৩.১ | ৯.৫ | ১৬.৪ |
| জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি | ৮.৯ | ২.৯ | ৩.৪ | ১৫.২ |
| খেলাফত মজলিস | ৫.৭ | ২.৭ | ৫.১ | ১৩.৫ |
| গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) | ২.৯ | ২.৫ | ৭.২ | ১২.৬ |
| আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) | ৪.১ | ২.৮ | ৩.৫ | ১০.৪ |

**সার্বিক পর্যবেক্ষণ:**

২০২৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৫১টি রাজনৈতিক দল এতে অংশ নিচ্ছে। যাতে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা ১৯৮১ জন। এতে ২৪৯ মোট প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রায় ১৩ শতাংশ প্রার্থী স্বতন্ত্র। এবারের নির্বাচনে ইসলামপন্থী দলগুলোর প্রার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে বড় আকারে। ইসলামপন্থী দলগুলোর প্রার্থী সর্বমোট প্রার্থীর ৩৬ ভাগের বেশি। বিগত ৫টি নির্বাচনের মধ্যে এই হার সর্বোচ্চ। প্রতিবারের মতো এবারও রাজনৈতিক দলগুলো নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণ ৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি। এবার প্রার্থীদের গড় বয়সের বিশ্লেষন বলছে অপেক্ষাকৃত তরুণরা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন, যেখানে প্রার্থীদের গড় বয়স সর্বশেষ পাঁচটি নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে কম- ৫১.৮ বছর।

এবার প্রার্থীদের মধ্যে ৪৮ শতাংশের বেশি প্রার্থী মূল পেশা বিবেচনায় ব্যবসায়ী। আইন ও শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন যথাক্রমে ১২.৬১ এবং ১১.৫৬ শতাংশ প্রার্থী। রাজনীতিকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন মাত্র ১.৫৬ শতাংশ প্রার্থী।

এ বছর অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বর্তমান মূল্যের ভিত্তিতে কোটিপতি প্রার্থীদের সংখ্যা ৮৯১ জন। অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের মোট মূল্যের ভিত্তিতে ২৭ জন শত-কোটিপতি প্রার্থী। এই তালিকার শীর্ষ তিনজনই বিএনপি দলীয় প্রার্থী। তারা হলেন যথাক্রমে ৬১৯.৯০ কোটি টাকা নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের মোঃ আমিনুল ইসলাম, ৬০৭.৫৮ কোটি টাকা নিয়ে ফেনী-৩ আসনে আবদুল আউয়াল মিন্টু এবং ৫৮১.১১ কোটি টাকা নিয়ে কুষ্টিয়া-৩ আসনে মোঃ জাকির হোসেন সরকার। এই নির্বাচনে মোট প্রার্থীর সাড়ে ২৫ শতাংশরই কোনো না কোনো ঋণ বা দায় আছে। প্রার্থীদের সর্বমোট ঋণের পরিমাণ ১৮৮৬৮.৫২ কোটি টাকা। সর্বশেষ পাঁচ নির্বাচনের মধ্যে এবার ঋণ বা দায়গ্রস্ত প্রার্থী সবচেয়ে কম হলেও তাদের মোট ঋণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ৬৭ শতাংশেরই ব্যাংক ঋণ আছে। প্রার্থীদের মোট ব্যাংক ঋণের পরিমান টাকার হিসেবে ১৭৪৭১.৬৭ কোটি টাকা। এবার দল হিসেবে বিএনপির প্রার্থীদের ৫৯. ৪১ শতাংশ প্রার্থীই ঋণ বা দায়গ্রস্ত। এবারের নির্বাচনে বর্তমানে মামলা আছে ৫৩০ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে, যা মোট প্রার্থীর ২২.৬৬ শতাংশ। আর অতীতে মামলা ছিলো ৭৪০ জন বা ৩১.৬৪ শতাংশ প্রার্থীর বিরুদ্ধে।

এই নির্বাচনে সকল দলের প্রার্থীদের ঘোষিত সর্বমোট নির্বাচনী ব্যয় ৪৬৩.৭ কোটি টাকা, প্রতিজন প্রার্থীর গড় ব্যয় সাড়ে ২২ লক্ষ টাকা। ঘোষিত সবচেয়ে বেশি ব্যয় বিএনপির- মোট ১১৯.৫ কোটি টাকা। আর দ্বিতীয় অবস্থানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মোট ব্যয় ৮০.৬ কোটি টাকা। এবার ২৫৯ প্রার্থীর তুলনায় তাদের স্বামী-স্ত্রী /নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বেশি, ১১৮ প্রার্থীর তুলনায় তাদের স্বামী-স্ত্রী/নির্ভরশীলদের দালান বা ফ্ল্যাট সংখ্যা বেশি এবং ১৬৪ প্রার্থীর তুলনায় তাদের স্বামী-স্ত্রী/নির্ভরশীলদের জমির পরিমাণ বেশি। এ বছর ৯৭.২৫ শতাংশ প্রার্থীর টিআইএন সার্টিফিকেটের বিপরীতে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিয়েছেন ৭০.১৮ শতাংশ প্রার্থী। আর ট্যাক্স রিটার্নে আয় বিবরণ আছে ৬৩.৪৫ শতাংশ প্রার্থীর। সে হিসেবে মোট করযোগ্য আয় ৬৯৩.০৬ টাকার বিপরীতে যেসব প্রার্থী কর জমা দিয়েছেন তাদের প্রদেয় কর ৫৪.৬৮ কোটি টাকা।

এ বছর ২১ জন প্রার্থী দ্বৈত নাগরিকত্বধারী ছিলেন এবং পরে ত্যাগ করেছেন। ৩১ জন প্রার্থী বৈদেশিক উৎস থেকে আয় করেন। ২৫ জন প্রার্থী বিদেশে অস্থাবর সম্পদ, বৈদেশিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বিনিয়োগের তথ্য দিয়েছেন। এবং ১৭ জন প্রার্থীর বাংলাদেশের বাইরে স্থাবর সম্পদ বা জমি-জমা আছে।

**হলফনামা ও জবাবদিহি:**

জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদর্শিত আয়-সম্পদ এবং ঋণ-দায় বিবরণী কতোটুকু সঠিক এবং আয় ও সম্পদ কতোটা বৈধ উপায়ে অর্জিত, তা যাচাই করা হয় না। আবার সম্পদের অর্জনকালীন যে মূল্য হলফনামায় দেখানো হয়েছে- তা নিয়েও বড় রকমের প্রশ্ন রয়েছে। হলফনামায় প্রার্থীরা নিজেদের অর্জিত সম্পদ কতোটা দেখিয়েছেন? পুরোটা দেখিয়েছেন কিনা? কিংবা দেশে বা বিদেশে সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেছেন কি-না, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কেননা, সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে দ্বৈত নাগরিকত্ব বিষয়ে ঘোষণা দেয়া বাধ্যতামূলক এবং বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগের প্রমাণও দাখিল করতে হয় হলফনামার সাথে।

এবারের নির্বাচনে ২১ জন প্রার্থী তাদের হলফনামায় বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ এবং তা ত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু কমপক্ষে দুইজন প্রার্থী এই বিষয়ে কোন ঘোষণা দেননি, কিন্তু টিআইবির কাছে থাকা নির্ভরযোগ্য তথ্য বলছে, তারা বৃটিশ নাগরিক ছিলেন। একজন প্রার্থী বিদেশে তার নিজের কোন সম্পদ না থাকার ঘোষণা দিলেও স্ত্রীর নামে দুবাইতে ফ্ল্যাট কিনেছেন। অপর একজন প্রার্থীর সন্তানের নামের সাথে বিদেশে ২০১৩ সালে ২১০ কোটি টাকা সমমূল্যের কেনা একটি বাড়ির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে বাড়িটি কেনায় শেল কোম্পানির আশ্রয় নেয়া হয়েছে; যার মূল মালিকানা কোম্পানির নিবন্ধন দেখানো হয়েছে আরব আমিরাতের দুবাইতে। একজন প্রার্থী বিদেশে ৩টি ফ্ল্যাটের মালিকানা থাকার ঘোষণা দিলেও সংখ্যাটি কমপক্ষে তিনগুণ এবং বিনিয়োগের সম্ভাব্য পরিমান প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। আরেকজন প্রার্থী বিদেশে নিজস্ব মালিকানায় কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকার কথা স্বীকার না করলেও সাথে অনুসন্ধানে মোট ১১টি প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া গেছে। যার মধ্যে ৮টিই বাণিজ্যিক কার্যক্রমে যুক্ত। আবার একজন প্রার্থীর করস্বর্গের দেশে কোম্পানির নিবন্ধন থাকার পুরোনো তথ্য অনেকটাই প্রকাশিত থাকলেও এ বিষয়ে হলফনামায় কোনো ঘোষণা দেখা যায়নি।

অথচ হলফনামা প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন। স্বপ্রণোদিত হয়ে ইসি কোনো পদক্ষেপ নেয় না বা অন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করে না। আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে, বিশেষ করে প্রদত্ত হিসেব পরিপূর্ণ কিনা এবং অর্জিত আয় ও সম্পদ বৈধ আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না, তা যাচাই করতে রাজস্ব বিভাগ বা দুর্নীতি দমন কমিশনকেও উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। আবার একই প্রার্থী ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনে একই বিষয়ে আলাদা তথ্য দিলে বা তথ্যের গড়মিল থাকলেও তা যাচাইয়ের বাইরে থেকে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অযোগ্যতার আইনি অনেক বিষয় সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে পাঁচ বছর বিরতি দিয়ে হলেও তাদের জবাবদিহির একটি আইনি সুযোগকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে দুর্নীতির রোধে কার্যকর একটি ব্যবস্থা নেওয়া যেত।

**সুপারিশ:** পাঁচটি নির্বাচনের অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পর্যালোচনাপূর্বক টিআইবি কিছু সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে-

- যেহেতু হলফনামায় মিথ্যা বা অপর্যাপ্ত তথ্য প্রদান আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, সেহেতু এবারের হলফনামায় প্রদর্শিত তথ্য কতটুকু সত্য- তা নিরুপণে কার্যকর ও কারিগরি যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রার্থীদের প্রদর্শিত আয়-সম্পদ এবং ঋণ-দায় বিবরণী কতোটুকু সঠিক এবং আয় ও সম্পদ কতোটা বৈধ উপায়ে অর্জিত, তা নির্বাচন কমিশনকর্তৃক যাচাই করা;
- হলফনামায় প্রার্থীরা নিজেদের অর্জিত সম্পদ পুরোপুরি প্রদর্শন করেছেন কি-না, কিংবা দেশে বা বিদেশে সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেছেন কি-না তা নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক যাচাই ও প্রমাণসাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নির্বাচন কমিশন যে প্রক্রিয়ায় এবং দায়সারাভাবে হলফনামার তথ্য প্রকাশ করে, তা থেকে সহজভাবে ও বিশ্লেষণযোগ্যভাবে তথ্য সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে আইন মেনে হলফনামা সঠিক ও সহজলভ্যভাবে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দ্রুততম সময়ে প্রকাশ করা এবং পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ দ্রুততার সাথে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ও তাদের প্রদত্ত হলফনামা প্রকাশ করা। এক্ষেত্রে টিআইবির হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি একটি টুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

---ধন্যবাদ---